লাল কালো

শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের এক চিরস্থায়ী সম্পদ
গিরীন্দ্রশেখর বসুর

লালকালো।

কালো পিপীলি আর
লাল পিঁপড়ের এই যুদ্ধবিগ্রহের গল্প
এককালে ক্ষুদে বাঙালি পাঠকের মুখে মুখে ফিরত।
গল্পের যোদ্ধাদের রণহুঙ্কার
'চিচ্চিড়িঙ্গা তু ফরিঙ্গা, মেরে সাথ তু লড়েঙ্গা?'—
একদিন ছিল বাঙালি ছেলেমেয়েদের যুদ্ধমন্ত্র।
মানুষের ভাষায় কথা বলা বিচিত্র সব কীটপতঙ্গ আর পশুপাখির
সাংঘাতিক সব সংলাপ আর
দুর্দান্ত সব ছড়ার গানে ভরপুর এই গল্প।
কতকটা উপকথার ভঙ্গিতে লেখা এ এমনই এক কল্পকথা,
যা একবার পড়লে, ছোটবড় সক্কলের ফিরে পড়তে মন চাইবে।

pathagar.net

ছোটদের জন্য ভারবি
ISBN 81-86134-02-6

লালকালো

গিরীন্দ্রশেখর বসু

যতীন্দ্রকুমার সেন
-চিত্রিত

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 746
তারিখ 11 8 SEP 2009
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি
pathagar.net

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

11 8 SEP 2009

প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৭
প্রথম ভারবি সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪০৯, ডিসেম্বর ২০০২
দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৪, এপ্রিল ২০০৭
তৃতীয় ভারবি সংস্করণ : আষাঢ় ১৪১৫, জুন ২০০৮
প্রচ্ছদ ও মূলানুগ রেখাঙ্কন : সন্দীপ দেয়াসী
গ্রন্থস্বত্ব : ভারবি

ISBN 81-86134-02-6

pathagar.net

প্রকাশক : আরতি সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২।

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে যাঁরা ছোটো ছিলেন, তাঁদের কাছে কোনোমতেই ভোলবার নয় গিরীন্দ্রশেখর বসুর লেখা *লালকালো* বইটি পড়বার অভিজ্ঞতা। অবিস্মরণীয় শুধু পড়বার কথাটুকুই নয়, বইখানি হাতে নিয়ে দেখবার মজাও। প্রায় সমস্ত পাতায়-পাতায় দু-রঙা ছবি আর গোটা বই জুড়ে প্রায় একডজন বহুবর্ণিল চিত্র। প্রথম প্রকাশের প্রায় বাহাত্তর বছর পর ভারবি সেই বইটি ফিরে পড়বার আর দেখবার পুরো আনন্দটাই ফিরিয়ে আনতে চায় আজকের ছোটোদের কাছে। আর সেদিনকার ছোটোরা—যাঁরা আজ আরেক প্রজন্ম হয়ে উঠেছেন, এই বই হয়ে উঠতে পারে তাঁদের ফেলে আসা দিনগুলিতে ফেরবার এক মাধ্যম। আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও দু-রঙা বা বহুবর্ণিল সমস্ত ছবিগুলি হুবহু রঙিন ছবি হিসেবে ছাপা সম্ভব হল না, এ আক্ষেপ আমাদেরও। তবে প্রথম আর শেষ ছবি দুটির রং দেখলেই বোঝা যাবে, সেইসব ছবির মেজাজ। ভেতরের সব ছবিই পুরোনো বইয়ের আদলে, নতুন করে সম্পাদিত হয়ে সজ্জিত হল।

লালকালো-র প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৩০, প্রকাশক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুদ্রক : প্রবাসী প্রেসের পক্ষে সজনীকান্ত দাস। ছবি এঁকেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেন। শুধু একটি ছবি (বর্তমান সংস্করণের ২৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) এঁকেছিলেন লেখক স্বয়ং।

বর্তমান সংস্করণের পাঠ-সম্পাদনায় গৃহীত হয়েছে আধুনিক বানানরীতি। তবে সচেতনভাবেই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে লেখকের ব্যবহৃত বিভিন্ন অধুনা-অপ্রচলিত, কিন্তু একদা-প্রচলিত, কিছু উচ্চারণানুসারী বানান। যেমন, 'কুয়াশা'-র

বদলে 'কোয়াশা' বা 'কাঠপিঁপড়ে'-র জায়গায় 'কাটপিঁপড়ে' বা 'ফাটল' স্থলে 'ফাটাল'।

বইটি নতুন করে প্রকাশ করবার প্রাথমিক পরিকল্পনা শ্রীমান গোরা সিংহরায়ের। পাঠসম্পাদনা ও চিত্রবিন্যাস সংক্রান্ত গ্রন্থ-সম্পাদনার কাজে রয়েছে শ্রীমান শুভেন্দু দাশমুন্সীর সমর্থ অংশগ্রহণ। প্রচ্ছদে ও অলংকরণে মূলত পুরোনো ছবিই ব্যবহৃত। তবে পুরোনো ছবিকে বর্তমান সংস্করণে মুদ্রণের উপযুক্ত করে তুলেছেন শ্রীমান সন্দীপ দেয়াসী। বইয়ের শুরুতে একটি নীতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখে শ্রীসুশান্ত বসু আমাকে বেঁধেছেন কৃতজ্ঞতাপাশে।

২ অক্টোবর ২০০২

গোপীমোহন সিংহরায়

pathagar.net

ভূমিকা

তাঁদের আসল বাড়ি ছিল নদিয়া জেলার উলা বীরনগরে। কিন্তু কাজের সূত্রে বাবা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন বর্তমান বিহারের অন্তর্গত দ্বারভাঙায়। দ্বারভাঙার মহারাজের দেওয়ান ছিলেন তিনি। চন্দ্রশেখরের চার ছেলে। বড় শশিশেখর, মেজো রাজশেখর, সেজো কৃষ্ণশেখর এবং ছোট গিরীন্দ্রশেখর। এই চারজনই ছিলেন সত্যিকারের বিদ্বান এবং নানামুখী প্রতিভার মানুষ। এঁদের মধ্যে তিনজন তাঁদের কাজের জীবনের বাইরে বাঙ্লা সাহিত্যেরও স্মরণীয় লেখক। 'পরশুরাম', এই ছদ্মনামের আড়ালে রাজশেখর বসুর লেখা অসামান্য হাস্যরসের গল্পগুলি তো আমাদের বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ। এ ছাড়া পেশায় বিজ্ঞানী অথচ সংস্কৃত-জানা এই মানুষটি মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতকে সবার উপযোগী করে চলিত গদ্যে বাঙ্লায় অনুবাদ করেছিলেন। আর অনুবাদ করেছিলেন সহজ বাঙ্লা গদ্যে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য। এ ছাড়া, লিখেছিলেন বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ। ছোটদের জন্য তিনি লিখেছিলেন 'হিতোপদেশের গল্প'। শশিশেখরও লিখেছিলেন তাঁর পুরানো দিনের স্মৃতি থেকে নানা উপাদেয় কাহিনীর একটি মাত্র বাঙ্লা বই, 'যা দেখেছি যা শুনেছি'। এছাড়া এলাহাবাদের পাইওনিয়ার প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'হিউমারাস্ স্কেচেস্' নামে তাঁর একটি চমৎকার হাস্যরসের বই।

রাজশেখরের সেজোভাই কৃষ্ণশেখর কাজ করতেন ন্যাশানাল আরকিওলজিতে। তিনি নিজে লেখালেখির জগতে না এলেও কাজের সূত্রে তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এবং বাঙ্লা সাহিত্যের বিখ্যাত গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন। এ ছাড়া তিনি তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান উলা বীরনগরের উন্নয়নমূলক নানামুখী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এর মধ্যে সেকালের গ্রামজীবনের অভিশাপ ভয়ংকর ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকাটি খুবই মনে রাখার মতো।

রাজশেখরের সবচেয়ে ছোট ভাই গিরীন্দ্রশেখর জন্মেছিলেন দ্বারভাঙায়। বাংলাদেশে তাঁর পরিচয় এবং খ্যাতি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্যার একজন নামী অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় মনঃসমীক্ষা পরিষদ' এবং 'লুম্বিনী পার্ক' নামের মানসিক রোগ চিকিৎসার হাসপাতাল, তাঁর বড় কীর্তি। দর্শন শাস্ত্রের পড়াশোনাতেও তিনি সুপণ্ডিত। দর্শন আর বিজ্ঞানের নানা ভাবনাকে মিলিয়ে যেমন তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন নানা গভীর চিন্তাভাবনার বই, তেমনি মনস্তত্ত্ব নিয়ে বাঙ্লা এবং ইংরেজিতে লিখেছেন নানা বই আর প্রবন্ধ।

এতো সব গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর লেখালিখির ফাঁকে গিরীন্দ্রশেখর লিখেছিলেন 'লালকালো' নামে ছোটদের অসামান্য একটি বই। আজ থেকে প্রায় বাহাত্তর বছর আগে

১৯৩০-এ ছেপে বেরোয় এই বইটি। দাদা রাজশেখরের গল্পের বইগুলির আশ্চর্য চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন এঁকেছিলেন 'লালকালো'র চমৎকার সব ছবি।

ছোট বয়সে ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা শিখেছিলেন গিরীন্দ্রশেখর। সে বিদ্যা যেমন তাঁর মনোরোগ-চিকিৎসায়, তেমনি খেয়াল-খুশি-অসম্ভবের এই যাদু-কাহিনী 'লালকালো'র ভিতরেও কাজ করেছে তাঁর শেখা এই বিদ্যাটি।

উপকথার ঢঙে লেখা এই বইটিতে বড় চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে লাল ও কালো পিঁপড়েদের মধ্যে লড়াই এবং তারই সূত্রে কটকটি ব্যাঙ, গিরগিটি, কুঁকড়ো, উচ্চিংড়ে, প্যাঁচা, গড়গড়ি সাপ, টেকোমাথা হাড়গিলে, ছাতারে পাখি, দাঁড়কাক আরও অন্যান্য পাখ-পাখালির বিচিত্র কল্পকথা।

ঘোষেদের পুরনো ভিটের এক ডোবার দু-ধারের বাসিন্দা লাল আর কালো পিঁপড়েদের মানসম্মানের কাজিয়া। নানান ছলছুতোয় এদের মধ্যে লেগে থাকে ঝগড়া আর মারামারি। কালো পিঁপড়েদের রানির রূপসী এক সহচরীকে নিয়ে লাল পিঁপড়েদের লাল পল্টনের এক ডেঁপো ছোক্‌রা বেশ এক ঠাট্টা-মশ্‌করা জুড়লে সে গিয়ে নালিশ জানায় তাদের রানির কাছে। এর একটা বিহিত করার জন্য রানি জানায় রাজাকে। এরই ফলে লড়াই বেধে ওঠে দু-দল পিঁপড়েদের মধ্যে। ওই ডোবার ধারের ভেরেণ্ডা গাছে থাকতো এক গিরগিটি। লাল পিঁপড়েদের কামড়ে অস্থির আর অপমানিত সেই গির্‌গিটি প্রতিশোধ নেবার জন্যে যোগ দেয় কালো পিঁপড়েদের সঙ্গে। গিরগিটি আর কোলা ব্যাঙকে সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়ে, শেষ পর্যন্ত নানান কৌশলে কীভাবে কালো পিঁপড়েদের দল হারিয়ে দিল লাল পিঁপড়েদের, তারই এক দারুণ মজার কাহিনী এই 'লালকালো'। মানুষের ভাষায় কথা বলা এই সব কীট-পতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রাণীরা মাঝে-মধ্যে কথা বলেছে ছড়া আর কবিতার ভাষায়। এ ব্যাপারে গিরীন্দ্রশেখর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর আশ্চর্য রচনাকুশলতার। আর, এই বইয়ের শেষে ব্যাঙ্ আর উচ্চিংড়েদের সারেঙ্গি বাজিয়ে গাওয়া গানে হিন্দি আর বাঙলা মেশানো বিহারী অভিজ্ঞতার জোড়ে-গাঁথা কবিত্বের মধ্যে তাঁর অন্য আর এক রসিক মনের পরিচয় পাই আমরা।

সারা জীবন ধরে মানুষের মনের অসুখের চিকিৎসা করলেন যিনি, ভাবলেন তার জটিল রহস্যের কথা, সেই মনস্তত্ত্ববিদ গিরীন্দ্রশেখর আলাদা জাতের আর স্বাদের এই বইটিতে লিখলেন ছোটদের মনের সুখ আর আনন্দের কথা। সেই অফুরান আনন্দের এই উৎসটি আকারে ছোট, কিন্তু প্রকারে অনেক বড় মাপের। সব বয়সের ছোটদের কাছে এর আবেদন তো ফুরোবার নয়! তাই নতুন করে, নতুন সাজে ভারবি'র উদ্যোগে বের হল এই বই। আজকের দিনের রহস্য রোমাঞ্চ আর খবর-খোঁজা ছোটরা আগ্রহ নিয়ে পড়বে এই বই, পড়াবে আর পাঁচজনকে—এই প্রত্যাশা নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হল 'লালকালো'।

জন্মাষ্টমী। ১৪০৯

সুশান্ত বসু

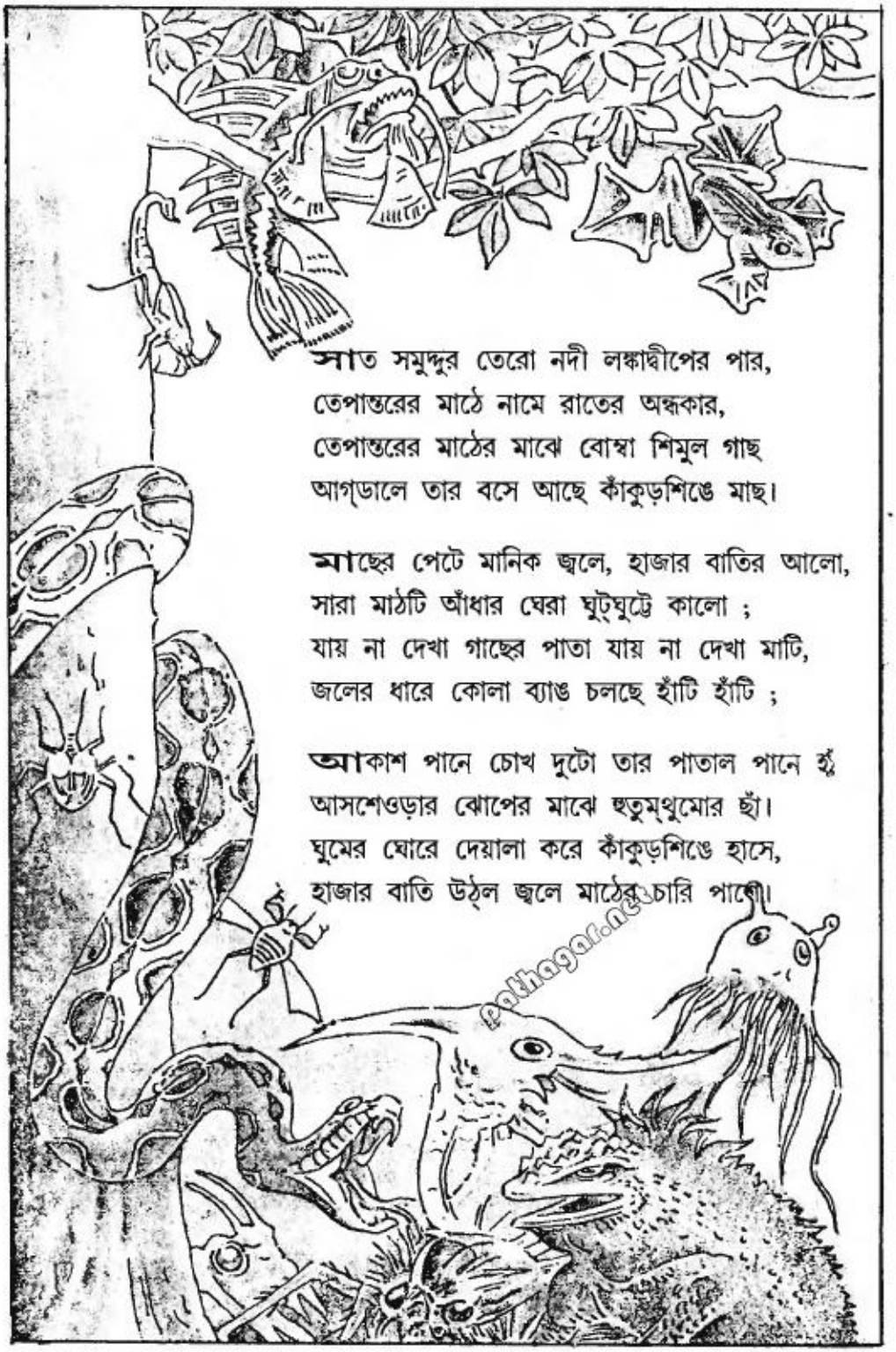

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী লঙ্কাদ্বীপের পার,
তেপান্তরের মাঠে নামে রাতের অন্ধকার,
তেপান্তরের মাঠের মাঝে বোম্বা শিমুল গাছ
আগ্‌ডালে তার বসে আছে কাঁকুড়শিঙে মাছ।

মাছের পেটে মানিক জ্বলে, হাজার বাতির আলো,
সারা মাঠটি আঁধার ঘেরা ঘুট্‌ঘুট্টে কালো ;
যায় না দেখা গাছের পাতা যায় না দেখা মাটি,
জলের ধারে কোলা ব্যাঙ চলছে হাঁটি হাঁটি ;

আকাশ পানে চোখ দুটো তার পাতাল পানে হুঁ
আসশেওড়ার ঝোপের মাঝে হুতুম্‌থুমোর ছাঁ।
ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করে কাঁকুড়শিঙে হাসে,
হাজার বাতি উঠ্‌ল জ্বলে মাঠের চারি পাশে।

pathagar.net

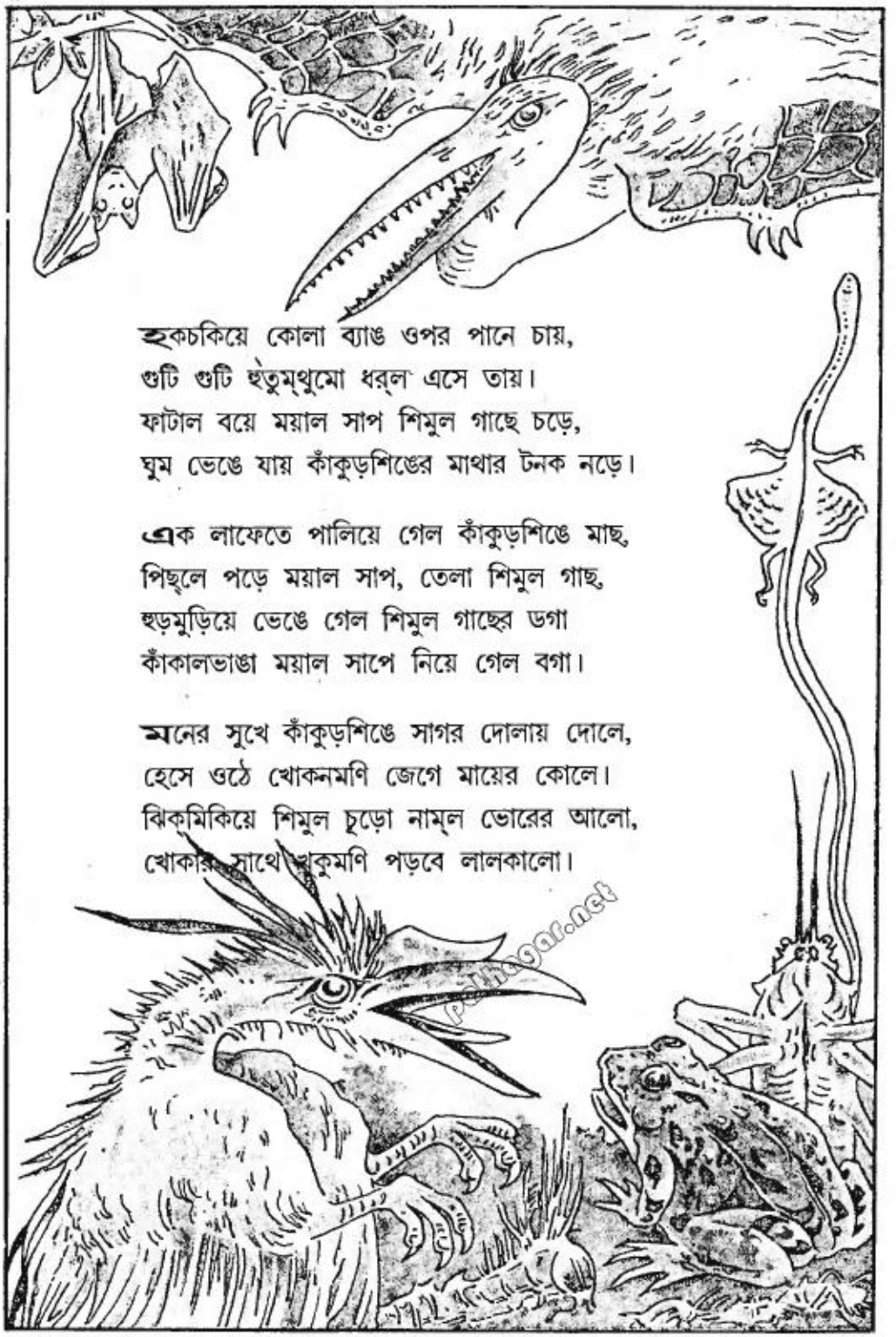

হকচকিয়ে কোলা ব্যাঙ ওপর পানে চায়,
গুটি গুটি হুতুম্‌থুমো ধর্‌ল এসে তায়।
ফাটাল বয়ে ময়াল সাপ শিমুল গাছে চড়ে,
ঘুম ভেঙে যায় কাঁকুড়শিঙের মাথার টনক নড়ে।

এক লাফেতে পালিয়ে গেল কাঁকুড়শিঙে মাছ,
পিছ্‌লে পড়ে ময়াল সাপ, তেলা শিমুল গাছ,
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে গেল শিমুল গাছের ডগা
কাঁকালভাঙা ময়াল সাপে নিয়ে গেল বগা।

মনের সুখে কাঁকুড়শিঙে সাগর দোলায় দোলে,
হেসে ওঠে খোকনমণি জেগে মায়ের কোলে।
ঝিক্‌মিকিয়ে শিমুল চূড়ো নাম্‌ল ভোরের আলো,
খোকার সাথে খুকুমণি পড়বে লালকালো।

pathagar.net

রাজার রানি মরে অভিমানে

লালকালো

ARKA PRABHA DUTTA GUPTA
Book No.
ZICO

ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে যে ডোবা আছে, তার একদিকে কালো পিপীলিদের রাজ্য, আর একদিকে লাল পিঁপড়েদের রাজত্ব। দুই রাজত্বে বিশেষ বনিবনাও নেই। কালো ও লাল পিঁপড়েদের মধ্যে প্রায়ই খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া মারামারি হয়।

pathagar.net

আজ বড়ই গুমোট করেছে, পিপীলিদের কালো বউ ডোবার ধারে জল নিতে এসেছে। কালো বউয়ের রূপের ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়ে না। তার উপর সে কালো রানির পেয়ারের সখী। এ ঘাটে যখন কালো বউ জল ভরছে, ডোবার ওপারে লাল পিঁপড়েদের একদল পল্টন কুচকাওয়াজ করতে এল।

১২

পল্টনের দলের এক ডেঁপো ছোকরা কালো বউকে দেখে সুড়সুড় করে এপারে এগিয়ে এসে হাতমুখ নেড়ে কালো বউয়ের উদ্দেশে ঠাট্টা-তামাশা জুড়লে। কালো বউ রেগে ঘাড় বেঁকিয়ে, ঘাট থেকে উঠে এসে গালাগালি দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলল। লাল ডেঁপো গান ধরলে,

কালো বউ কালো কোলো
জলে ঢেউ সামলে চোলো।

কালো বউ একেবারে হন্‌হন্‌ করে রানির কাছে উপস্থিত হয়ে আছড়ে পড়ল। 'কী হল, কী হল,' বলে রানি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,

রাঙামুখো বজ্জাতে করে অপমান
গরল ভখিব আমি তেজিব পরান।

রানি সব কথা শুনলেন। "এক্ষুনি এর প্রতিকার করব। সখী আমরুলপাতা আর বেলকাঁটা নিয়ে আয়। আমি রাজাকে লিপি পাঠাই।"

pathagar.net

চিঠি লেখা হল, সাঁড়াশিমুখো প্রতিহারী শুঁড় বেঁকিয়ে লিপি নিয়ে রাজসভায় গেল। কালো পিপীলিদের রাজা পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে সজনেতলায় সভা কালো করে বসেছেন। ডাইনে কালো মন্ত্রী, বাঁয়ে কেলে কোটাল সেনাপতি। সভায় সড়সড়ে পিঁপড়ে

কালো বউ কালো কোলো

ফরফর করে এদিক-ওদিক ঘুরে খবরদারি করছে। অর্থী প্রার্থী সব জোড়হাতে শুঁড় নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময়ে প্রতিহারী ঝুঁকে মাটিতে শুঁড় ঠেকিয়ে রাজাকে অভিবাদন করলে। রাজা চিঠি পড়লেন। পড়ে মন্ত্রীর হাতে দিলেন। বললেন, "মন্ত্রী এর কী বিহিত করা যায়?"

মন্ত্রী অনেকক্ষণ বসে বিজ্ঞের মতো শুঁড় নাড়তে লাগলেন। বললেন, "মহারাজ, লাল পিঁপড়েরা বড়ই দস্যি হয়েছে, ধরাকে তারা সরা জ্ঞান করে। রোজই দেখি তাদের সৈন্যেরা দলে দলে কুচকাওয়াজ করে। একটা ছুতো পেলেই আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে সর্বনাশ করবে। আমি বলি কি মহারাজ, মহারানিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন যে, ছোটলোকের এসব তুচ্ছ কথায় কান না দেন।"

রাজা বিষম ভাবিত হলেন। রানির অনুরোধ রক্ষে না করলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটবে। আবার এদিকে রাঙা পিঁপড়েকে সাজা দিতে গেলে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা প্রতিহারীকে বললেন, "দেখ, তুমি রানিমাকে চুপি-চুপি বলো যে এসব তুচ্ছ কথায় তিনি যেন কান না দেন। দেখো, কারও সামনে যেন এসব বোলো না, তাতে রানিমার মনে আঘাত লাগতে পারে।"

প্রতিহারী রানির কাছে খবর নিয়ে গেল।

এহেন বাণী, শুনি কানে-কানে,
রাজার রানি মরে অভিমানে।
আসিল বাঁদি, সখী হাতে পাখা,
কহিল কাঁদি, কথা মধুমাখা,

"কেন গো রানি, মুখে নাহি ভাষা,
চক্ষুতে পানি, কেন নাহি হাসা?'
বসিল বাঁদি পদতলে আসি
কহিল সাধি, "আমি তব দাসী,

বলো না মোরে, কেবা দিল ব্যথা,
আনিব ধরে, কাটি দিব মাথা।"
বিনানো ছাঁদে, দোলাইয়া পাখা
সখীরা কাঁদে, বলে, "কেন রাখা—

দুঃখের ভাগ নাহি যদি দিলে,
মনের রাগ মনেতে পুষিলে?"
রাগিয়া টানি পদ ছয়খানি
কহিলা রানি অতি অভিমানী—

pathagar.net

"কেন রে মিঠা দিলি হাত গায়?
নুনের ছিটা দিলি কাটা ঘায়!
মরণ মোর নাহি কোনো কালে,
এ দুঃখ মোর ছিল গো কপালে!

বাসন মাজে ঝি যেবা সেও গো
স্বাধীন কাজে মন-সুখে রয় গো,
রাজার রানি আমি হয়ে কি না
এ অপমানী রে, কারণ বিনা!

যদি বা ব্যাঙে মারিত রে লাথি,
কিংবা ঠ্যাঙে চাপিত রে হাতি,
এ দুখ ঘোর নাহি হতো মোর,
জীবনভোর ঝরিত না লোর,
দুঃখে অপার হবে প্রতিকার,
জীবন ছার না রাখিব আর!"

এত বলি রানি গোসাঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সখী বাঁদিরা সব অনেক চেষ্টা করলে, রানির রাগ পড়ল না। রানি অন্নজল ছেড়ে সাতদিন সাতরাত উপবাসী রইলেন। অনাহার অনিদ্রা ও কষ্টে রানির রঙ কষ্টিপাথরের মতো হয়ে গেল। সখীরা রাজাকে গিয়ে বললে, "আমরা অনেক সাধলাম, রানি

pathagar.net

খেলে না চিনি
খেলে না গুড়,
খেলে না মধু
মাছের মুড়।"

রাজা মন্ত্রীকে ডাকালেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝে মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ আর উপায় নেই। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, রানিমাকে

খেতে বলুন। আমি লালমুখো পিঁপড়েকে উপযুক্ত সাজা দেব।" কেলে কোটালের তলব পড়ল। কোটাল ফৌজ পাঠিয়ে লালমুখোকে ধরে আনলেন। ডেয়ে জল্লাদ এক কামড়ে লাল ডেঁপোর মুন্ডু কেটে নিলে। রানিমা অন্নজল গ্রহণ করলেন।

এদিকে লাল চর গিয়ে লাল রাজাকে জানালে কালো পিপীলিরা লাল সৈন্যের প্রাণবধ করেছে। লাল মহারাজ রাগে অগ্নিমূর্তি হলেন :

ক্রোধে গরগর কম্পিত মুণ্ড,
লোহিত চক্ষু ঘূর্ণিত শুণ্ড,
কড়মড়ি দন্ত মহারাজ লাল,
হুঙ্কার ছাড়ে—অন্তক কাল,
পাত্রমিত্র সভাসদ জন
ত্রাসে জড়সড় শঙ্কিত মন।

বললেন, "এক্ষুনি কালো পিপীলিদের বংশ নির্মূল করব। এতবড় আস্পর্ধা, আমার প্রজার গায়ে হাত!"

pathagar.net

লাল সেনাপতি হাঁড়িমুখোর ডাক পড়ল। লড়াইয়ের জন্য লাল পিঁপড়ে প্রস্তুত হল।

সাজে সাজে সাজে রে রঙ্গিলা পিঁপিড়ি,
বাজে কাড়া-নাকাড়া ডা ড়া ড়া, ডি ড়ি ড়ি ;

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 746
তারিখ 18 SEP 2009
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

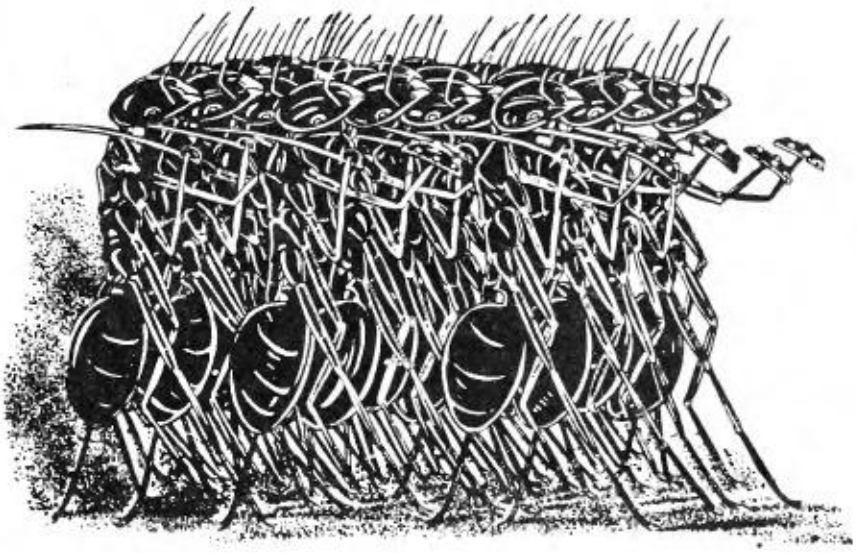

সাজে সাজে সাজে রে রঙ্গিলা পিঁপিড়ি,

হাঁড়িমুখো বেঁটে-পা চলে আগে আগে,
লাল দাঁড়ির সারি দেখে ডর লাগে ;

কুটুস্ কুট্‌কাট্ লে কো লে কিমড়ি,
নাহি ছোড়ি বান্দা এঁটেল চিম্‌ড়ি,
হাঁ করি ধড়কাটা মুন্ডটা যায়,
চামড়ে মরণেরি কামড় বসায়।

এল এল ঐ এল, পড়ে গেল সাড়া,
কেন্নুই সুড়সুড়ি ছেড়ে গেল পাড়া,

pathagar.net

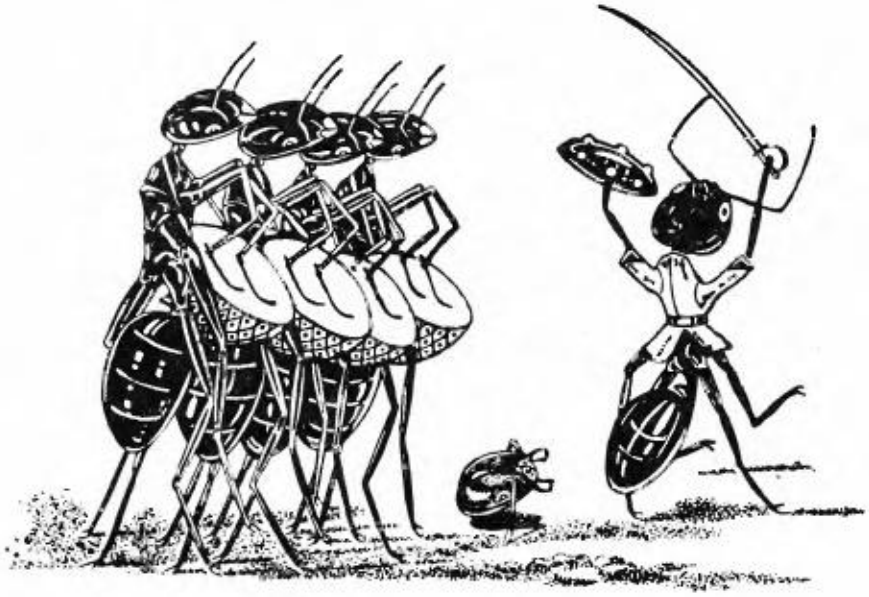

বাজে কাড়া-নাকাড়া ডা ড়া ড়া, ডি ড়ি ড়ি ;

ঘাস হতে লাফায়ে তড়াক্ তিড়িং
ছাড়িয়া দিল পথ গঙ্গাফড়িং।

দেখি রাঙা পিঁপিড়ি কাতারে কাতার
ভাগিল যত পোকা হাজারে হাজার।

pathagar.net

সার বেঁধে লাল পিঁপড়ের দল বিকেলবেলায় ডোবার ধারে এসে পৌঁছল। সড়সড়ে কালো পিপীলি তখুনি কালো রাজাকে জানালে শত্রু-সৈন্য ডোবার ধারে এসে পড়েছে। কেলে কোটাল সেনাপতি হুকুম জারি করলেন, "সকলে গর্তের মধ্যে যাও। আর, সৈন্যেরা সব প্রস্তুত থাকো।"

২০

ডেয়ে জল্লাদ দলবল নিয়ে ঘাঁটি আগলে বসল। কার বাবার সাধ্যি ভেতরে আসে। দুই দলে চর পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের খবর নেবার চেষ্টা চলতে লাগল। কালো সৈন্যদের চর হয়ে এক ডেয়ে পিঁপড়ে গেল। কিন্তু ডোবার ধারে পৌঁছতে না পৌঁছতে তাকে লাল সৈন্য ঘিরে ফেললে,

কে তুই ডেয়ে ল্যাজ উঁচিয়ে
বেড়াস ঘুরে-ফিরে,
বড় এলাচের দানা যেমন,
তোর তেমনি ল্যাজার গঠন,
খেলেও বুঝি ক্যাঁচর-ম্যাচর করে

ইত্যাদি নানান প্রশ্নে ডেয়েকে সবাই ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। শেষে লাল পিঁপড়েরা ডেয়েকে ধরে লাল মহারাজের কাছে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে বললে, "মহারাজ, এটা শত্রুর চর। এর ওপর কী আজ্ঞা হয়?"

pathagar.net

লাল মহারাজ হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করলেন, "কী মতলবে এসেছিলি?"

ডেয়ে বললে, "আমি ডেয়ে, কালো ক্ষুদি পিপীলিদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। আমি হামেশাই এদিকে চরতে আসি।"

মহারাজ হুকুম করলেন, "বজ্জাত বেটার পেটে অনেক মধু আছে, ভাঁড়ারিকে বল্ পেটের সব মধু বের করে নিয়ে ওকে ছেড়ে দিতে।"

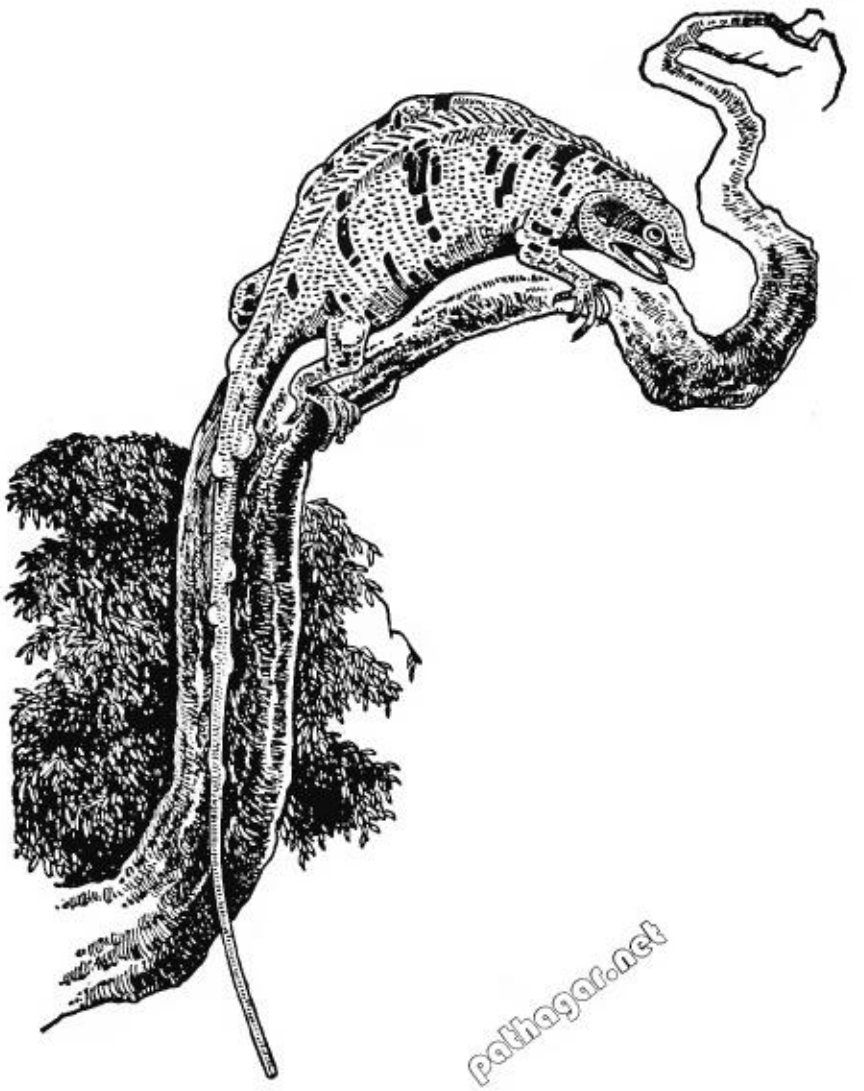

শরীর ফুলে ঢোল হয়েছে

ডোবার ধারে যেখানে লালের দল আস্তানা গেড়েছিল, সেখানে এক ভেরেন্ডা গাছ ছিল। সেই গাছে গিরগিটি থাকতেন। তিনি রোজ বিকেলে গাছ থেকে নেমে চরতে যেতেন।

গুটিগুটি গিরগিটি নিঃসাড়ে যায়,
জিহ্বা লক্‌লকি পোকা ধরি খায়।

সেদিন বিকেলে গিরগিটি যেমন গাছ থেকে নেমেছেন, অমনি লাল পিঁপড়ের দল ছেঁকাবান করে ধরেছে। গিরগিটি কামড়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে গাছে পালিয়ে গেলেন। সেদিন আর কিছুই খাওয়া হল না। শরীর ফুলে ঢোল হয়েছে। কামড়ের জ্বালায় ছটফট্ করে কোনো রকমে গিরগিটি রাত কাটাতে লাগলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, যে রকমে হোক লাল পিঁপড়েদের তিনি জব্দ করবেন।

pathagar.net

ভোরবেলায় কুঁক্‌ড়ো ডাক্‌ল,

কুঁক্‌ড়ু কু
ভেল রে বিহান ;
উঠ রে ধিয়াপুতা
কর রে নিয়ান।

ডোবার আশেপাশে যে যেখানে ছিল সকলের ঘুম ভেঙে গেল। কালো ও লাল পিঁপড়ের দলে সাড়া পড়ে গেল। সুয্যি উঠতে না উঠতে সারি দিয়ে কালো সৈন্য বেরল। ভেরেন্ডা গাছের নীচে কালো ও লাল পিঁপড়ের তুমুল যুদ্ধ বাধল। সমস্ত পোকামাকড় গাছতলা ছেড়ে পালাল। কেবল গিরগিটি গাছের ডালে বসে লড়াই দেখতে লাগলেন। সন্ধে পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। কালো পিপীলিদের দল প্রায় নির্মূল হয়ে গেল। রাজা, কেলে কোটাল সেনাপতি ও আরও দু-চারজন কোনোরকমে পালিয়ে গর্তের ভেতর ঢুকলেন। লাল পিঁপড়েরা 'মার্ মার্' করে গর্তের মুখ পর্যন্ত তেড়ে এল। কিন্তু ঘাঁটিতে বিকটমূর্তি ডেয়ে জল্লাদকে দেখে কারুর এগোতে সাহস হল না। লাল মহারাজ ডঙ্কা বাজিয়ে লাল পাতার নিশান উড়িয়ে সসৈন্যে নিজের রাজত্বে ফিরে গেলেন।

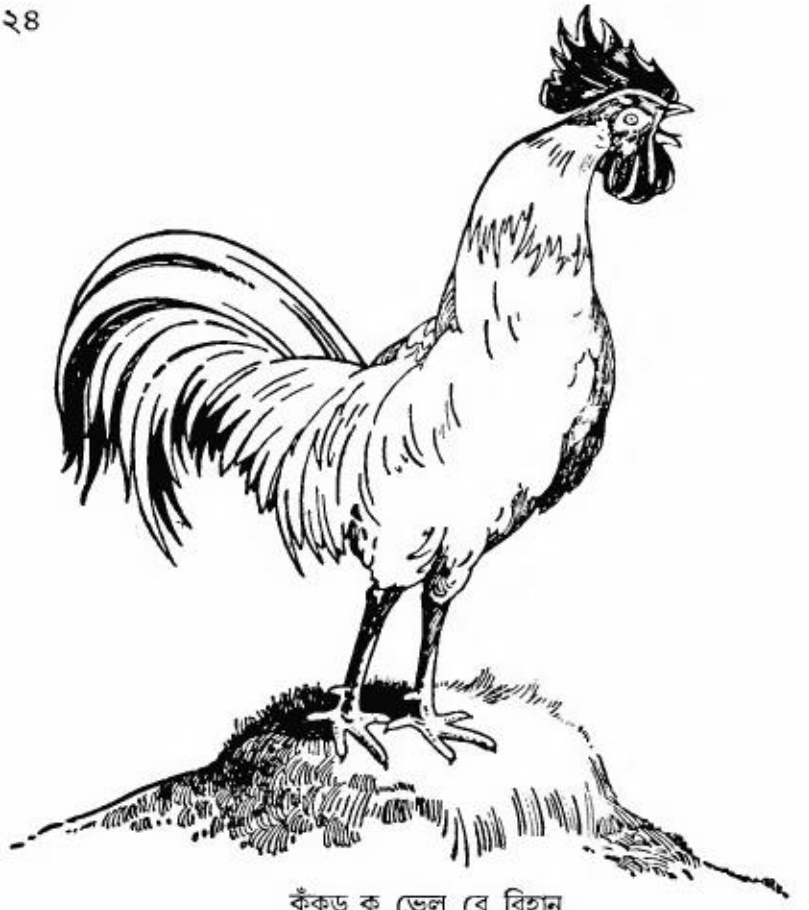

কুঁক্‌ড়ু কু ভেল রে বিহান

লাল সৈন্য চলে গেলে পর গুটিগুটি গিরগিটি গাছ থেকে নামলেন। দুদিন বেচারার খাওয়া হয়নি। মনের আহ্লাদে গিরগিটি লড়ায়ে যত পিঁপড়ে মরেছিল তার মধ্যে বেছে-বেছে লাল পিঁপড়েদের খেলেন। লালেদের ওপর আক্রোশ তখনও তাঁর মেটেনি। খেয়ে-দেয়ে গিরগিটি গাছের ডালে ঘুমোলেন। অর্ধেক রাত্তিরে গিরগিটি স্বপন দেখলেন, এক প্রকাণ্ড লাল পিঁপড়ে হাঁ করে তাঁকে খেতে আসছে। ধড়ফড় করে গিরগিটির ঘুম ভেঙে গেল। অত লাল পিঁপড়ে হজম হবে কেন? গিরগিটির অম্বল বমি হল। সারা গায়ে আমবাত বেরিয়ে বুক পেট জ্বালা করতে লাগল। গাছ থেকে নেমে ডোবার ধরে গিয়ে

খানিকটা জল খেয়ে তবে প্রাণ একটু ঠান্ডা হল। লাল পিঁপড়েদের জন্যেই তো তাঁর এত কষ্ট। কীকরে লাল পিঁপড়েদের জব্দ করা যায়, সেটাই হল এখন গিরগিটির প্রধান ভাবনা। তিনি ঠিক করলেন, কালো পিপীলিরা যখন লাল পিঁপড়ের শত্রু, তখন কালো রাজার সঙ্গে দেখা করে এর একটা উপায় করা যেতে পারে। এই ভেবে গিরগিটি সেই রাত্রেই গুটিগুটি কালো পিপীলিদের গর্তের দিকে এগোলেন।

কালো রাজা লড়াই থেকে হেরে পালিয়ে এসে তো গর্তে ঢুকলেন। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আমি তখনই বলেছি লাল পিঁপড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করাটা ভালো হবে না। এখন আমাদের তার ফল ভোগ করতেই হবে। যা হোক আজ আপনি ঘুমোন। কাল এর একটা উপায় করব। আমি গর্তের মুখে ডেয়ে জল্লাদকে বসিয়েছি, কোনো শত্রুর সাধ্য নেই এখন আমাদের গর্তে আসে।"

এদিকে ডেয়ে জল্লাদ গর্তের মুখে বিকট হাঁ করে চোখ পাকিয়ে বসে আছে। লাল পিঁপড়েরা লড়াইয়ে জিতে গর্ত আক্রমণ করতে এসেছিল, কিন্তু তার মূর্তি দেখে সব ভয়ে পালিয়েছে। ক্রমে রাত্তির বাড়তে লাগল। দূরে ঝিঁঝিপোকাদের ঝম্‌ঝম্‌ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। চারিদিক দিয়ে অন্ধকার ঘিরে এল, আশপাশে জঙ্গলে নানা বিভীষিকা দেখা দিলে। অর্ধেক রাত কেটে গেল, অন্ধকারে একলা জেগে বসে থাকতে থাকতে ডেয়ের গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল।

খানিকটা জল খেয়ে তবে প্রাণ একটু ঠান্ডা হল। লাল পিঁপড়েদের জন্যেই তো তাঁর এত কষ্ট। কীকরে লাল পিঁপড়েদের জব্দ করা যায়, সেটাই হল এখন গিরগিটির প্রধান ভাবনা। তিনি ঠিক করলেন, কালো পিপীলিরা যখন লাল পিঁপড়ের শত্রু, তখন কালো রাজার সঙ্গে দেখা করে এর একটা উপায় করা যেতে পারে। এই ভেবে গিরগিটি সেই রাত্রেই গুটিগুটি কালো পিপীলিদের গর্তের দিকে এগোলেন।

কালো রাজা লড়াই থেকে হেরে পালিয়ে এসে তো গর্তে ঢুকলেন। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আমি তখনই বলেছি লাল পিঁপড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করাটা ভালো হবে না। এখন আমাদের তার ফল ভোগ করতেই হবে। যা হোক আজ আপনি ঘুমোন। কাল এর একটা উপায় করব। আমি গর্তের মুখে ডেয়ে জল্লাদকে বসিয়েছি, কোনো শত্রুর সাধ্য নেই এখন আমাদের গর্তে আসে।"

এদিকে ডেয়ে জল্লাদ গর্তের মুখে বিকট হাঁ করে চোখ পাকিয়ে বসে আছে। লাল পিঁপড়েরা লড়াই জিতে গর্ত আক্রমণ করতে এসেছিল, কিন্তু তার মূর্তি দেখে সব ভয়ে পালিয়েছে। ক্রমে রাত্তির বাড়তে লাগল। দূরে ঝিঁঝিপোকাদের ঝম্‌ঝম্‌ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। চারিদিক দিয়ে অন্ধকার ঘিরে এল, আশপাশে জঙ্গলে নানা বিভীষিকা দেখা দিলে। অর্ধেক রাত কেটে গেল, অন্ধকারে একলা জেগে বসে থাকতে থাকতে ডেয়ের গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল।

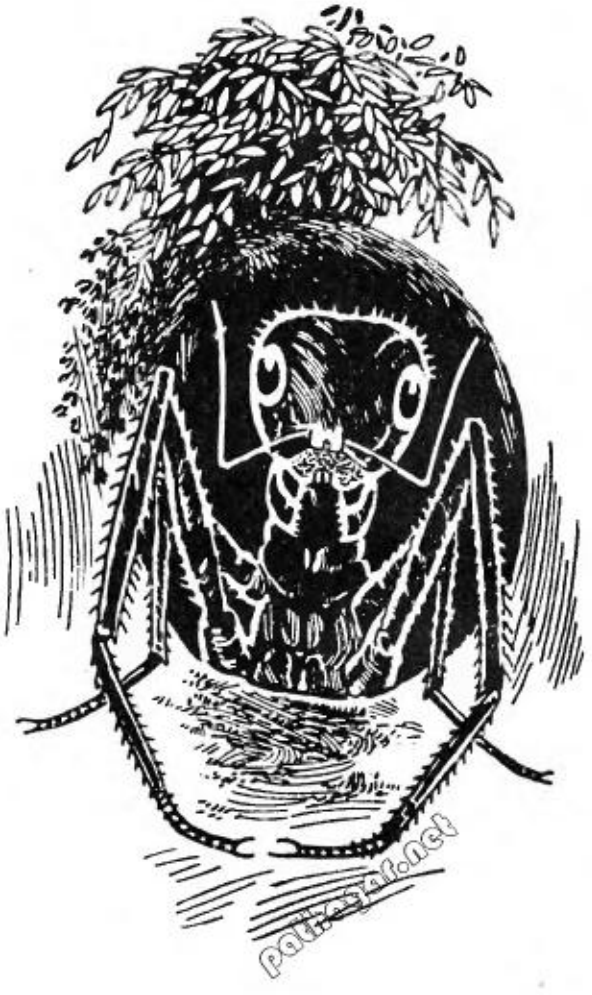

গর্তের মুখে বিকট হাঁ করে চোখ
পাকিয়ে বসে আছে

ছম্‌ছম্‌ করে গা ঝম্‌ঝমে রাতে,
মুখে নাহি সরে রা, ঘুম আঁখিপাতে,
খুস্‌খাস্‌ ফিস্‌ফাস্‌ কী যে আসে যায়
ঘন ঘন নিঃশ্বাস কাঁটা ওঠে গায়।

চক্ষু না দেখে তারে, কানে নাহি শোনে,
জানায় মন তারে আছে কোন্‌ কোণে,
থরথর কাঁপে পা, ঝরে কালঘাম,
ঐ বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম।

ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ বুক, এল বুঝি এল,
ধুক্‌পুক্‌ ধুক্‌পুক্‌ গেল প্রাণ গেল!

ওটা কীরে বাবা! জল্লাদ হাঁকল, "কোন্‌ হ্যায় রে?"

সারি সারি কালো বরকন্দাজ গর্তের বাইরে এসে দাঁড়াল। গর্তের সামনে মনসা-গাছের নীচে থেকে উত্তর এল, "আমি বন্ধু গিরগিটি।"

pathagar.net

জল্লাদ প্রশ্ন করলে, "এত রাত্তিরে কী দরকার?"

গিরগিটি নিজের সব অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লাল পিঁপড়ে মারতে চাই।"

জল্লাদ বললে, "তুমি যে শত্রুর চর নও তার প্রমাণ কী?"

ঐ বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম।

গিরগিটি বললেন, "লাল পিঁপড়ে খেয়ে আমার এখনও বুক পেট জ্বলছে। বলো তো বমি করে দেখাই। আমার গা এখনও লালেদের কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে।"

জল্লাদ বললে, "ভালো কথা, কিন্তু সকাল না হলে তোমাকে ভালো করে না দেখে গর্তের কাছে এগোতে দেব না। তুমি যেখানে আছ, সেইখানেই থাকো। খবরদার এগিয়ো না, তাহলে সবাই মিলে কামড়ে দেব।"

গিরগিটি অগত্যা মনসাতলায় বসে রইলেন। ক্রমে ফরসা হল।

সকালবেলায় কালো রাজা ও কেলে মন্ত্রী পরামর্শ করতে বসেছেন, এমন সময় সড়সড়ে পিপীলি সংবাদ দিলে, "মহারাজ গর্তের মুখে বন্ধু গিরগিটি উপস্থিত। তিনি দেখা করতে চান।"

pathagar.net

জল্লাদের তলব পড়ল। সে বললে, "মহারাজ, আমি গিরগিটির গা আলোতে ভালো করে দেখেছি। তাঁর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে কামড়েছে। সে বন্ধুলোক বটে।"

কালো রাজা পাত্রমিত্র সমেত সজনেতলায় সভা করে বসলেন। গিরগিটির ডাক পড়ল। তার গোলগাল মোটা চেহারা দেখে রাজা ভাবলেন, হ্যাঁ, এর দ্বারা লড়ায়ে সুবিধা হতে

পারে। রাজা, মন্ত্রী, গিরগিটি ও আর সকলে পরামর্শ করে স্থির হল যে, ডোবার ওপারে অনেক দূর গিয়ে মাঠ পার হলে ডেয়ে পিঁপড়েদের রাজত্ব পাওয়া যায়। ডেয়েরা জল্লাদের কুটুম্ব বংশ। যদি দূত পাঠিয়ে ডেয়ে রাজাকে খবর দেওয়া যায়, তবে তিনি সসৈন্যে এসে লাল পিঁপড়েদের জব্দ করতে পারেন। কিন্তু দূত সমস্তক্ষণ চললেও সাত-দিন সাত-রাতের কম সেখানে পৌঁছতে পারবে না। ফৌজ নিয়ে আসতেও ডেয়ে রাজার ঐ রকম সময় যাবে। ইতিমধ্যে লাল চরেরা নিশ্চয় খবর পাবে ও তা হলে সব পণ্ড হবে। হঠাৎ আক্রমণ না করলে লালেদের জব্দ করা যাবে না। আবার কি জানি এর মধ্যে লালেরা এসে আক্রমণ করতেও পারে, এস্থানে বেশিদিন থাকাও নিরাপদ নয়।

গিরগিটি বললেন, "মহারাজ, এসব ভাবনা আপনি করবেন না, আমার ওপর ভার দিন, আমি সব ঠিক করে দেব।"

পরামর্শ স্থির হল, লালেরা যে ডেয়ের মধু বার করে নিয়েছিল তাকে দূত করে পাঠানো হবে ও সে গিরগিটির কথামত চলবে।

pathagar.net

গিরগিটি মধু-ডেয়েকে বললেন, "তুমি আমার পিঠে চেপে বসো, তবে দেখো, যেন কামড় দিও না। পা দিয়ে আমার পিঠ জোরে ধরে থাকো। আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে পৌঁছে দেব।"

ডেয়েকে পিঠে করে গিরগিটি শোঁ-শোঁ করে দৌড়ে চললেন। ঘোষেদের ভিটের মধ্যে উচ্চিংড়েদের রাজত্ব। গিরগিটিকে দৌড়তে দেখে উচ্ছেগাছের নীচে ঘাটিওয়ালা উচ্চিংড়ে হাঁকল, "কে যায়?" জবাব এল, "তোর বাবা যায়।" 'খবরদার' বলে ঘাটিদার বাঁশিতে ফুঁ দিলে, পিঁ করে বাঁশি বেজে উঠল। অমনি আশপাশের ঝোপ থেকে হাজার উচ্চিংড়ে লাফিয়ে গিরগিটির পথ আটক করলে। গিরগিটি তখন রেগে ফুলেছেন, বললেন,

চিচ্চিড়িঙ্গা তু ফড়িঙ্গা
মেরে সাথ তু লড়েঙ্গা?

ডেয়ে বললে, "কেন বৃথা এদের সঙ্গে ঝগড়া করে সময় নষ্ট কর। উচ্চিংড়েদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, এরা যা বলে শোনো, শিগ্‌গির কাজ মিটে যাক্।"

গিরগিটি বুঝলেন, ডেয়ের পরামর্শই ঠিক। বললেন, "তোমরা কী চাও, পথ কেন আটক করেছ?"

pathagar.net

ঘাটিওয়ালা সর্দার বললে, "আমাদের রাজার কাছে চলো। তিনি অনুমতি না দিলে তোমাকে ছাড়তে পারব না।"

উচ্চিংড়েরা গিরগিটিকে ভিটের দেওয়ালের এক ফুটো দিয়ে সুড়ঙ্গপথে ভিটের মধ্যে তাদের রাজত্বের ভেতর নিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের ভেতরের মুখে কট্‌কটি ব্যাঙ বসে আছেন। ইনি বহুদিন

চিচ্চিড়িঙ্গা তু ফড়িঙ্গা, মেরে সাথ তু লড়েঙ্গা?

পিঁ করে বাঁশি বেজে উঠল

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং
তারিখ
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

পূর্বে পশ্চিম অঞ্চল থেকে বন্যায় নদীর জলে ভেসে এসে ক্রমে ঘোষেদের ডোবায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে উচ্চিংড়ে রাজার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় ঘোষেদের ভিটের মধ্যেই উচ্চিংড়েদের রাজত্বে বসবাস করছেন। ভিটের ছাদ ও চারিদিকের দেওয়াল ভেঙে পড়ায় ভেতরে আসবার এই সুড়ঙ্গপথ ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। সুড়ঙ্গের ভেতর মুখে ব্যাঙ পাহারা দেন ও যেকোনো পোকামাকড় ভেতরে আসবার চেষ্টা করে তাদের কুপ্‌কুপ্‌ করে খেয়ে ফেলেন। গিরগিটিকে দেখে ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করলেন, "ই কৌন হ্যায় রে?"

ঘাটিদার বললে, "সামনে দিয়ে পরিচয় না দিয়ে যাচ্ছিল, ধরে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্যাঙ পথ ছেড়ে দিলেন। রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে গিরগিটি সমস্ত ব্যাপার বললেন।

রাজা বললেন, "কালো রাজা আমার বন্ধুলোক, গিরগিটিকে এখনই ছেড়ে দাও।" পরে গিরগিটিকে বললেন, "কালো রাজাকে বোলো আমার দ্বারা যদি তাঁর কিছু সাহায্য হয়, করতে প্রস্তুত আছি।"

ঘাটিদার অগত্যা গিরগিটিকে সুড়ঙ্গপথে বার করে দিলে ও উচ্ছেগাছের নীচে নিজের ঘাঁটিতে ফিরে এসে বললে, "বরাত জোরে বেঁচে গেলে,—যাও।"

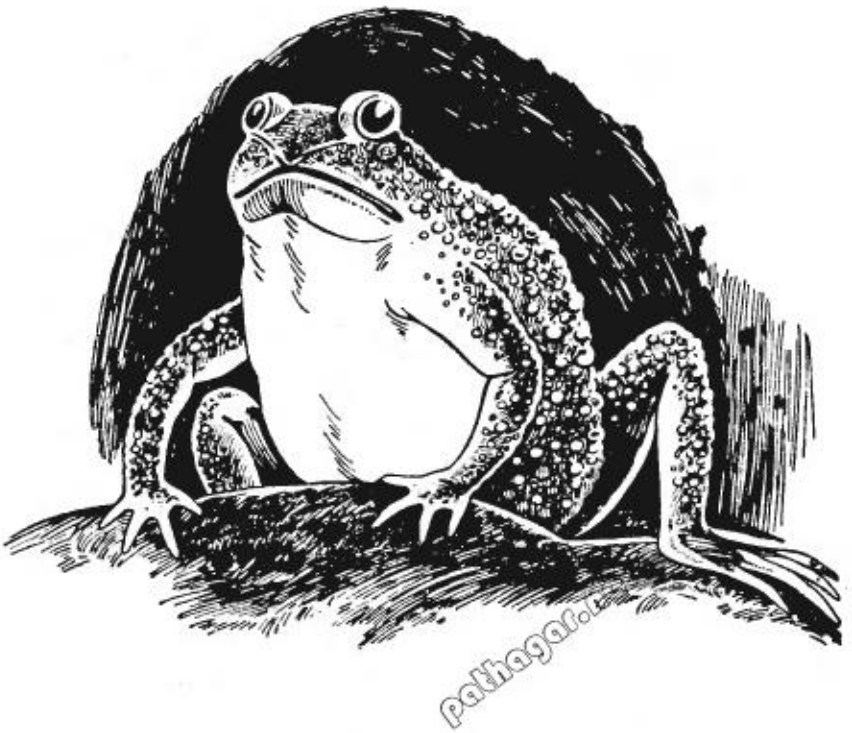

ই কৌন হ্যায় রে?

গিরগিটি টিটকারি দিয়ে বললেন,

"উচ্চিংড়ের ছা
উচ্ছে খেও না
উচ্ছে খেলে মুচ্ছো যাবে
সহ্য হবে না।"

এই বলে ডেয়েকে পিঠে নিয়ে গিরগিটি একদৌড়ে ভিটে পার হয়ে গেলেন।

খানিকদূর যাবার পর গিরগিটি দেখলেন সামনে এক প্রকাণ্ড মাটির ঢিবি, আর তার চারিধারে বিস্তর সাদা-সাদা ছোট-ছোট পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গিরগিটি এরকম পোকা আগে কখনও দেখেননি ; বললেন, 'এ কী জন্তু, কী জন্তু বা, কিবা জন্তু!' এতক্ষণ দৌড়ে গিরগিটির গরহজম ভালো হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, ভাবলেন, এই পোকা খেয়েই দেখা যাক কীরকম লাগে। খাবার উপক্রম করতেই ডেয়ে বললে, "এদের খেও না, খেও না। খেয়ে সুখ পাবে না।"

pathagar.net

গিরগিটি বললেন, "এরা কারা?"

ডেয়ে বললে, "এরা উই। এই যে পৃথিবী দেখছ, সে এই উইরা সৃষ্টি করেছে। এরা যা ছোঁবে তাই মাটি হয়ে যাবে। তুমি খেতে গেলেই কখন একটি উই তোমার শরীরে আশ্রয় নেবে

তুমি টেরও পাবে না। পরে তোমার এই নধর শরীর মাটি হয়ে যাবে। তার চেয়ে এদের না ঘাঁটিয়ে অনুমতি নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ভালো।'

গিরগিটি সেই পরামর্শমতই কাজ করলেন। খিদে না মিটিয়েই তিনি দৌড়ে চললেন।

অনেক খানা ডোবা পার হয়ে গিরগিটি ডেয়ে পিঁপড়েদের দেশে এসে উপস্থিত হলেন। মধু-ডেয়েকে দেখে ডেয়ের দল, "আরে কোথা হতে এলে? এসো এসো", বলে অভ্যর্থনা করলে। পরিচয় দিতে গিরগিটিকেও সকলে খুব আদর যত্ন করলে।

ডেয়ে রাজার কাছে খবর গেল। তিনি মধু-ডেয়েকে ও গিরগিটিকে তলব করলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে বললেন, "কালো পিপীলিরা আমাদের কুটুম্ব, যদিও তারা জাত্যংশে ছোট, তবু তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করা আমারই কর্তব্য।"

pathagar.net

তখন কী করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কালো পিপীলিদের রাজত্বে শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছনো যেতে পারে তারই কল্পনা-জল্পনা চলতে লাগল।

গিরগিটি বললেন, "মহারাজ, আমার এক পরামর্শ আছে। আপনাদের এখানে অনেক লম্বা-লম্বা কাশঝাড় রয়েছে। আমি

গোড়া থেকে গোটাকতক পাতা কেটে দি ; লম্বালম্বি পাতাগুলি জুড়ে যদি জোড়ের মুখ জনকতক করে ডেয়ে কামড়ে ধরে, তবে সমস্ত সৈন্য নিয়ে আপনি পাতায় চড়ে বসতে পারেন ও আমি পাতার একদিককার মুখ ধরে টেনে একদৌড়ে নিমেষের মধ্যে আপনাদের কালো পিপীলিদের রাজত্বে পৌঁছে দিতে পারি।"

এই পরামর্শ শুনে পিঁপড়েরা আহ্লাদে শুঁড় নাড়তে লাগল। তখনই কাশের পাতা কাটা হল ও সমস্ত পিঁপড়ে সারি দিয়ে তাতে চড়ে বসল। এক লহমার মধ্যে গিরগিটি সসৈন্যে ডেয়ে রাজাকে কালো পিপীলিদের রাজত্বে এনে ফেললেন। তখনই 'সাজ সাজ' সাড়া পড়ে গেল ও এক দণ্ডের মধ্যেই কালো পিপীলি ও ডেয়ের দল গিয়ে লাল পিঁপড়েদের হঠাৎ আক্রমণ করলে। লাল পিঁপড়েরা চোখে-কানে দেখবার সময় পেলে না। ডেয়েরা লালেদের ধরে ধরে দু-টুকরো করে ফেললে। লাল মহারাজ ও হাঁড়িমুখো পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচালেন। আগেকার হারের প্রতিশোধ দিয়ে লালেদের ভাণ্ডার লুঠ করে কালো রাজা গিরগিটির পিঠে চড়ে নিজের রাজত্বে ফিরে এলেন। রাজ্যময় আনন্দের ধুম পড়ে গেল ; কালো রানির ও সখীদের মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

pathagar.net

অর্কপ্র... দত্তগুপ্ত
বই নং 746
তারিখ
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

এ দিকে হাঁড়িমুখো জঙ্গলের ধারে তেঁতুল গাছের নীচে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লাল কাটপিঁপড়েরা গাছের ওপর বাসা বেঁধে বাস করে। হাঁড়িমুখো অনেক চেষ্টা করে দূত পাঠিয়ে কাটপিঁপড়েদের রাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। বহু সাধ্যসাধনার পর কাটপিঁপড়েদের রাজা লাল-মহারাজকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। কাটপিঁপড়েরা লড়াইয়ের জন্য সেজে বের হল। সারি দিয়ে কাটপিঁপড়েদের গাছ থেকে নামতে দেখে সব জন্তু রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সড়সড়ে পিপীলি এসে কালো রাজাকে খবর দিলে, "মহারাজ, সর্বনাশ উপস্থিত! কাটপিঁপড়ের দল আমাদের আক্রমণ করতে আসছে ; আর রক্ষে নেই।"

pathagar.net

ডেয়েদের রাজা বললেন, "আমার সব সৈন্য এখানে নেই। জিঁয়া সৈন্য উপস্থিত থাকলে কেটো ব্যাটাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতুম। গাছের ওপর বাস করে বাছাধনদের বড় অহংকার হয়েছে। আপাতত আমার পরামর্শ এই, কালো রাজা তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-সৈন্যসামন্ত নিয়ে উচ্চিংড়েদের রাজার নিকট গিয়ে

18 SEP 2009

আশ্রয় নিন। কাটপিঁপড়েরা এখনই এসে পড়বে। গিরগিটি কাশের পাতায় চড়িয়ে কালো রাজাদের পৌঁছে আসুক। আমরা ততক্ষণ কাটপিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ; যদি অবস্থা সঙ্গিন বোধ হয়, ততক্ষণে গিরগিটি ফিরে আসবে, আমরা কাশপাতা চড়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নিজেদের দেশে চলে যাব। কেটো ব্যাটারা তখন যত ইচ্ছে মাটি কামড়ে মরুক। আমাদের আর কী করতে পারবে।"

কালো-রাজা ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলেন। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ আর ভাববার সময় নেই, ভেবেই বা কী উপায় হবে। ডেয়ে মহারাজ যে রকম বলছেন, তাই করুন।"

গিরগিটি তখনই সমস্ত কালো পিপীলিদের আন্ডাবাচ্ছা সমেত পাতায় চড়িয়ে উচ্চিংড়েদের রাজত্বে পৌঁছে দিয়ে এলেন। উচ্চিংড়ে রাজা খুব সম্মান করে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। একজনও কালো পিপীলি আর বাইরে রইল না। সুড়ঙ্গের মুখে ব্যাঙকে দেখে প্রথমে পিপীলিদের খুবই ভয় হয়েছিল। কিন্তু উচ্চিংড়ে রাজার আদেশে ব্যাঙ যখন মধুর কণ্ঠে "আঁই-ওঁ, আঁই-ওঁ" বলে অভ্যর্থনা করলেন, তখন সকলের ভয় চলে গেল। গিরগিটি কাশপাতা নিয়ে ফিরে গেলেন।

মাঠের মধ্যে লাল ও কাটপিঁপড়ে একদিকে আর ডেয়েরা একদিকে—প্রচণ্ড লড়াই বেধেছে।

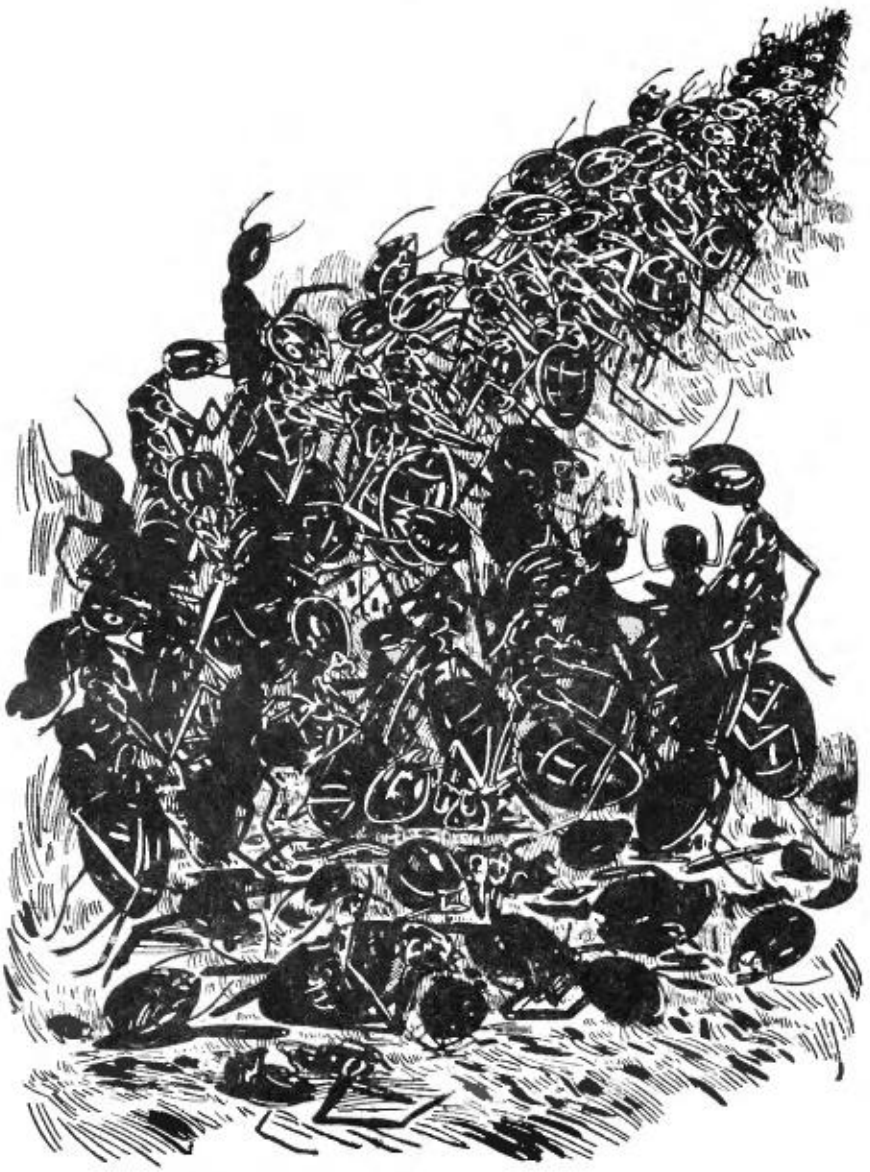

বিষম ক্রুদ্ধ বাধিল যুদ্ধ

পিঁপিড়া কাঠ
ভরিল মাঠ,
দেখিয়া ডেয়ে
আসিল ধেয়ে,

ডেয়ের দল
অতি প্রবল
নাড়িয়া শুণ্ড
হাঁ করি মুণ্ড

বিকটাঘাতে
শত্রুনিপাতে।
বিষম ক্রুদ্ধ
বাধিল যুদ্ধ।

ডেয়ের কাণ্ড
অতি প্রচণ্ড,
ধরিয়া ঘাড়ে
মুণ্ড না ছাড়ে,

pathagar.net

কাটের মুণ্ড
খণ্ড বিখণ্ড
টানিয়া আনে,
মারে রে প্রাণে।

কাটের রিষ
ঢালিল বিষ,

বিষের লালা
বিষম জ্বালা

সহা না যায়,
মৃত্যু যে তায়;
পালাল ডেয়ে
পাছে না চেয়ে।

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 746
তারিখ
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

বেগতিক দেখে গিরগিটি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। ডেয়েরা পালিয়ে আসতেই সবাইকে পাতায় চড়িয়ে পাতা নিয়ে ভোঁ-দৌড় দিলেন। যে সব কাটপিঁপড়ে তাড়া করে এসেছিল তারা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ক্রমে লাল ও কাটপিঁপড়েরা এসে কালো পিপীলিদের রাজত্বে ঢুকল। কিন্তু রাজ্যে জনপ্রাণী নেই—এক ফোঁটা মধুও নেই। বড়োই হতাশ হয়ে লালেরা ফিরে গেল।

কিছুদিন যায়, কেটো সর্দারদের নিয়ে লাল মহারাজ ও হাঁড়িমুখো কেবলই পরামর্শ আঁটেন। কালো পিপীলিরা যে কোথায় লুকিয়েছে কিছুই পাত্তা পাওয়া যায় না। চারিদিকে লাল চর যায়, কিন্তু সবাই ফিরে এসে বলে কোনোই সন্ধান মিলল না।

pathagar.net

একদিন এক চর এসে লাল মহারাজকে বললে, "মহারাজ, আজ আমি ঘোষেদের ভিটের ধারে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি যে পিপীলিদের কালো বউ রূপের ঠ্যাকারে শুঁড় উঁচু করে আকাশ পানে চেয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাড়া করতেই ভিটের

18 SEP 2009

দেওয়ালের এক গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। তার ভেতরে যেতে আমার আর সাহস হল না। কালো বউ যখন সেখানে আছে, তখন নিশ্চয়ই সব কালো পিপীলিরা ঐ গর্তের মধ্যেই আছে।"

তখনই লাল মহারাজ পাঁচজন গুপ্তচরকে গর্তের মুখে নজর রাখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তিনদিন পরে চরেরা ফিরে এসে খবর দিলে, কালো রাজা পাত্রমিত্র সমেত ঘোষেদের ভিটের মধ্যে উচ্চিংড়ে রাজার আশ্রয়ে বাস করছে। ঐ এক গর্ত ছাড়া ভিটের মধ্যে ঢোকবার অন্য পথ নেই। স্থির হল, কাটপিঁপড়েদের সঙ্গে নিয়ে সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে ঢুকে কালোদের আক্রমণ করতে হবে। উচ্চিংড়েদের আর কে ভয় করে? এক কামড় মারলেই ঘাঁটিদার ঘাঁটি ছেড়ে পালাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরদিন সকালবেলায় লাল সৈন্য এসে গর্তের মুখ ঘেরাও করলে। কাটপিঁপড়েদের দেখে ঘাটিদার উচ্চিংড়েরা সব ভয়ে গর্তের মধ্যে পালিয়ে গেল। উচ্চিংড়ে মহলে মহা হুলস্থুল পড়ে গেল। কট্‌কটি ব্যাঙ সকলকে অভয় দিয়ে বললেন, "তোমরা নির্ভয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও। আমি একাই কেটো ব্যাটাদের শেষ করব।"

pathagar.net

গর্তের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে এক এক করে কাটপিঁপড়েরা ঢুকতে লাগল। একটি করে পিঁপড়ে ঢোকে, আর ব্যাঙ কুপ্ করে খেয়ে ফেলেন। পিছনের পিঁপড়েরা বুঝতেই পারলে না, সামনে কী কাণ্ডটা হচ্ছে। যতই পিঁপড়ে ঢোকে,

ব্যাঙ মনের আনন্দে টুঁ-শব্দটি না করে ততই খান। দু-চারশো পিঁপড়ে ঢোকবার পর বাইরে কেটো সর্দারের মনে সন্দেহ হল, ভেতর থেকে লড়াইয়ের খবর আসে না কেন? চরেরা সব কী করছে? লাল মহারাজ বললেন, "সর্দারজি, তারা এখন মনের সুখে কালো পিপীলির ও উচ্চিংড়ের মাংস খাব্‌লে খাব্‌লে খাচ্ছে, খবর দেবার কথা ভুলেই গেছে।"

কেটো সর্দার নিশ্চিন্ত হলেন। আরও দু-চারশো সৈন্য সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকল, নতুন করে চরও গেল। কিন্তু কেউই ফিরল না। লাল সৈন্যদের মনে ক্রমে আতঙ্ক ঢুকল। আর কেউ অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকতে চাইলে না। বড়ো কেটো সর্দার তখন নিজে খবর নিতে গেলেন। কিন্তু তিনিও ফিরলেন না। অন্যান্য সর্দারেরা তখন ভয় পেয়ে সব সৈন্যসামন্ত নিয়ে গর্তের মুখ ছেড়ে এসে কিছুদূরে আমগাছের ওপর চড়ে আশ্রয় নিলেন।

কেটো মহারাজের কাছে খবর গেল। তিনি বিষম রেগে বলে পাঠালেন, "আমার সর্দারেরা লড়ায়ে সব মারে গেলে দুঃখ ছিল না, কিন্তু তারা উচ্চিংড়েদের ভয়ে পালিয়ে এল; এ অপমান চিরদিন মনে থাকবে।"

pathagar.net

অগত্যা সর্দারেরা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। লাল মহারাজ পরামর্শ দিলেন, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে অমনি যাওয়া হবে না; আলো নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে—ব্যাপারটা কী। ক্রমে রাত্রি এল; গাছের মাথায় হাজার জোনাকি জ্বলে উঠল। কাটপিঁপড়েরা

কতকগুলি জোনাকি ধরে রেখে দিলে। সকালে লাল সৈন্য গর্তের দিকে এগোল। সামনে জোনাকি মুখে ধরে এক সার সৈন্য চলল, সুড়ঙ্গের ভেতর খানিক দূর ঢুকতেই দেখা গেল ওৎ পেতে থাবা গেড়ে কটকটি

কটকটি ব্যাঙ বসে মুচকি-মুচকি হাসছেন।

pathagar.net

ব্যাঙ বসে মুচকি-মুচকি হাসছেন। তাঁকে দেখেই লাল সৈন্যদের আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। মুখ হতে জোনাকি ফেলে সব সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। সর্দাররা অনেক কষ্টে লাল সৈন্য একত্র করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

লাল মহারাজের কেটো সর্দারদের সঙ্গে আবার পরামর্শ মন্ত্রণা চলতে লাগল। সুড়ঙ্গ হয়েই তো মুশকিল হয়েছে, তা না হলে চারিদিক থেকে আক্রমণ করলে, কটকটি ব্যাঙ কী করেন দেখা যেত। ভিটের মধ্যে ঢোকবার অন্য কোনো পথও নেই। বিশকর্মা, বাইশকর্মা পিঁপড়েদের তলব পড়ল ; তারা যদি কোনো রকমে ভিটের মধ্যে ঢোকবার পথ করে দিতে পারে। তারা অনেক মাথা ঘামিয়ে বললে, "পথ তো করে দিতে পারি, কিন্তু পথ করতে গিয়ে ব্যাঙের হাতে কে প্রাণ খোয়াবে?" কোনোই উপায় হয় না। লাল মহারাজ ট্যাঁট্‌রা দিলেন, কালো পিপীলিদের মারবার উপায় যে করে দিতে পারবে তাকে অনেক পুরস্কার দেবেন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে বরকন্দাজরা রাজার আদেশ প্রচার করে, কিন্তু কেউ কোনো মতলব দিতে পারে না। বিশকর্মা দুঃখ করেন, ছেলেটা আজ যদি এখানে থাকত। একদিন ট্যাঁটরা বাজছে,

ঢকাঢক্ ঢকাঢক্ ঢকাঢক,
শুন শুন সকলে শুন শুনহ,
পিপীলিরে কালো যেবা মারিবে
দেখাতে পন্থা যেবা পারিবে,
পাইবে সে রাজ্য কন্যা রাজে,
ডগডগ ডঙ্কা ডগডগ বাজে।

ARKA PRABHA DUTTA GUPTA
Book No.
ZICO
pathagar.net

এমন সময় এক মোটা মাথা সরুপেটা পিঁপিড়ি এসে ঢোল আটক করলে, বললে, "তোরা কে? কীসের গোলমাল করছিস?"

লাল সেপাই বললে, "জান না রাজার হুকুম, যে কালো পিপীলিদের মারার উপায় করতে পারবে সে অনেক পুরস্কার পাবে।"

মোটা মাথা পিঁপিড়ি বললে, "তোরা বড় বেয়াদপ দেখছি, আমাকে আপনি বলে কথা বলবি ; চল্ রাজার কাছে আমাকে নিয়ে।"

সেপাই সর্দার মোটা মাথার রকম-সকম দেখে থতমত খেয়ে বললে, "আপনি, আপনি কে? পরিচয় না দিলে তো আমরা মহারাজার কাছে নিয়ে যেতে পারি না।"

মোটা মাথা বললে, "আমি যে কে, তা তোরা কী বুঝবি? এই একটা লেখন আছে দেখে নে, পরিচয় জানবি। আমার ফুরসত কম, চল্ রাজার কাছে নিয়ে। রাজকন্যা দেখতে কেমন?'

pathagar.net

সেপাই সর্দার ভড়কে গেল। মোটা মাথাকে লাল মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে লেখন দিলে। মহারাজ দেখলেন, লেখনে আছে, বিশকর্মার পুত্র বিয়াল্লিশকর্মা বুনো হাঁসের পিঠে চড়ে মানস-সরোবরে গিয়ে ময়দানবের কাছে যন্ত্রবিদ্যা শিখে এসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে, কী চাও?' মোটা মাথা বললে,

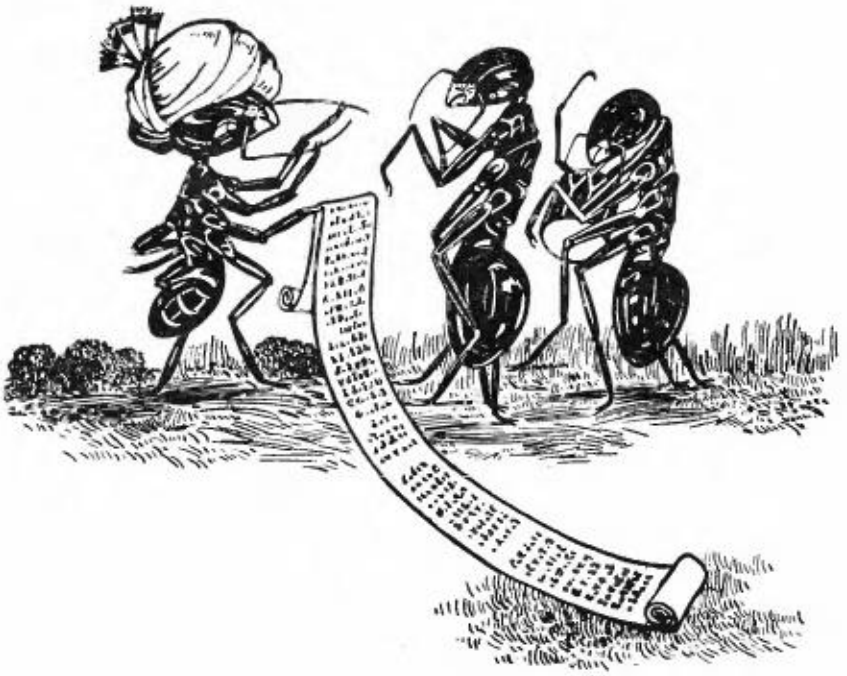

এই একটা লেখন আছে দেখে নে

"বিশের ব্যাটা বিয়াল্লিশ নাম,
যন্ত্রে মন্ত্রে অদ্ভুত কাম,
লাগাই ভেলকি—লাগ্ লাগ্ লাগ্,
জাগাই মড়া কাঁদাই কাগ,
সাপের মাথায় নাচাই ব্যাঙ,
খাওয়াই ছাগে বাঘের ঠ্যাঙ,
জ্বালিয়ে বনে জোনাক-বাতি,
ঘাসের আগায় নাচাই হাতি,

pathagar.net

কাশের ফুলে বানিয়ে ঘুড়ি,
আকাশপথে বেড়াই উড়ি,
ফাটাই মেঘে ভাসাই জলে,
ধরাই চাঁদে রাহুর কলে,
ওড়াই পাথর ডোবাই শোলা,
গজাই অশথ ভিজিয়ে ছোলা।
বিশের ব্যাটা বিয়াল্লিশ নাম
যন্ত্রে মন্ত্রে অদ্ভুত কাম।

এ হেন ব্যক্তি পৃথিবীতে কোথায় পাবে?"—এই বলে বিয়াল্লিশকর্মা নিজের ছ-পায়ের ধুলা নিজের মাথায় দিলেন, আর বুক ঠুকে বললেন, "শর্মা না পারেন কী? কালো পিপীলিদের মারবার উপায় আমি করে দিচ্ছি ; ভিটের মধ্যেই তাদের মারব, এ উপায় আমার নিজের আবিষ্কার।"

"কী, কী" বলে মহারাজ ও সর্দারগণ ঘন-ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। বিয়াল্লিশকর্মা বয়সে কম হলে কি হয়, সে একজন বড়ো যন্ত্রী হয়ে এসেছে। সকলেই বিশ্বাস করলে, সে নিশ্চয় কিছু একটা উপায় করেছে। কী উপায় জানবার জন্যে সবাই উৎসুক হয়ে রইল।

যন্ত্রী বললেন, "আমি এমন এক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছি, যার দ্বারা পিঁপড়েদের পালক গজিয়ে দেব। তখন আমরা উড়ে গিয়ে ভিটের ওপর থেকে ভেতরে পড়ে কালোদের সাবাড়

করব। ভিটের ছাদ পড়ে গেছে ; ওপরে আমাদের আটকাবার কিছু নেই। আর চারদিক থেকে ঘিরে ধরলে ব্যাঙও পালাবে।"

যন্ত্রীর কথা শুনে বিশকর্মা গর্বে ফুলে উঠলেন, বাইশকর্মা উপহাসের হাসি হাসলেন।

বিজ্ঞেরা সব মাথা নেড়ে বললেন, 'ছোকরার মাথা খারাপ হয়েছে।'

যন্ত্রী বললে, 'পরখ করতে আজ্ঞা হউক।'

কেটো সর্দারদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার ওপর পরখ করো। দেখি তোমার কেরামতি।'

লাল মহারাজ বললেন, 'তাহাই হউক।'

কেটো সর্দারকে যন্ত্রী তিন-রাত তিন-দিন অন্ধকার গর্তে আটকে রাখলেন ও নানা প্রক্রিয়া করলেন। চার-দিনের দিন বিকেলে রাজ্যসুদ্ধ পিঁপড়ে এসে জমা হল ব্যাপার দেখতে। গর্তের ভেতর থেকে সর্দার বেরিয়ে এলেন, তাঁর পেছনে যন্ত্রী। সকলেই অবাক হয়ে দেখলে, সর্দারের পাখা গজিয়েছে। শুঁড় উঁচু করে সবাই আনন্দে নাচতে লাগল।

লাল মহারাজ খুব খুশি, বললেন, 'যন্ত্রীকে তিন ভাঁড় মধু বক্‌শিস দাও।'

কেবল বাইশকর্মা ও রাজপণ্ডিত মাথা নিচু করে রইলেন ; কোনো কথা বললেন না। মহারাজ সর্দারকে উড়তে হুকুম দিলেন। দু-পা দৌড়ে দু-বার পাখনা নাড়া দিয়ে সর্দার আকাশে উঠলেন ও উড়ে ঘোষেদের ভিটের দিকে চললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্দার ভিটে প্রদক্ষিণ করে লাল মহারাজের কাছে ফিরে এলেন। চার-দিকে পিঁপড়েরা উল্লাসে ছুটোছুটি করতে লাগল।

পরামর্শ সভা বসল। উড়ুক্কু সর্দার বললেন, 'আমি সব দেখে এসেছি। সহজেই আমরা সদলবলে ভিটের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারব, আর, একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে আমাদের পায় কে?'

যন্ত্রী বললেন, 'আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই সব পিঁপড়েদের পাখা গজিয়ে দিতে পারি।'

পণ্ডিত-পিঁপড়ে

বাইশকর্মা চুপ করে রইলেন। রাজপণ্ডিত বললেন, 'মহারাজ, আমাদের পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে,

পিঁপিড়ার পাখা ওঠে
মরিবার তরে

এতদিন ভাবতাম, ইহার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক, অহংকার হলে পতন হয় ; এখন দেখছি, ত্রিকালজ্ঞ পিঁপিড়া ঋষিগণ জানতেন, আমরা উড়তে পারব ; সেজন্যেই এই নিষেধ লিখে গেছেন। উড়লেই আমাদের বিপদ হবে। আমার এতে মত নেই।'

সকলেই এ কথায় হেসে উঠল। কেবল বাইশকর্মা চুপ করে রইলেন। উড়ুক্কু সর্দার বুক ফুলিয়ে ঘাড় উঁচু করে বললেন, 'কই পণ্ডিত মশায় আমি তো মরিনি?'

আকাশপথে আক্রমণ করাই পরামর্শ স্থির হল।

এদিকে কাটপিঁপড়ে ও লাল পিঁপড়েদের সোরগোল দেখে, ব্যাপার কী জানবার জন্যে সব পোকামাকড়দের ভেতর কানাঘুষা চলছে। সড়সড়ে পিপীলি একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করে খবর জোগাড় করে, হন্তদন্ত হয়ে কালো রাজার কাছে এসে সব বিবরণ জানালে। কালো রাজা মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উচ্চিংড়ে রাজা, গিরগিটি, ব্যাঙ ও মন্ত্রীরা সকলেই এই সংবাদ শুনলেন। সকলেই বিষম চিন্তিত। কী করা যায়? অবশেষে গিরগিটি বললেন, 'আমি যে ভেরেন্ডা গাছে থাকতাম, তাতে একজোড়া ছ্যাতরা পাখি বাসা বেঁধেছিল, তাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। ছ্যাতরা অনেক দেশে ঘুরে বেড়ায়। সে কোনো নিরাপদ স্থানের সন্ধান আমাদের বলে দিতে পারে। একবার তার কাছে যাই।' গিরগিটি ছ্যাতরার নিকট গেলেন।

pathagar.net

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 746
তারিখ
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি
18 SEP 2009

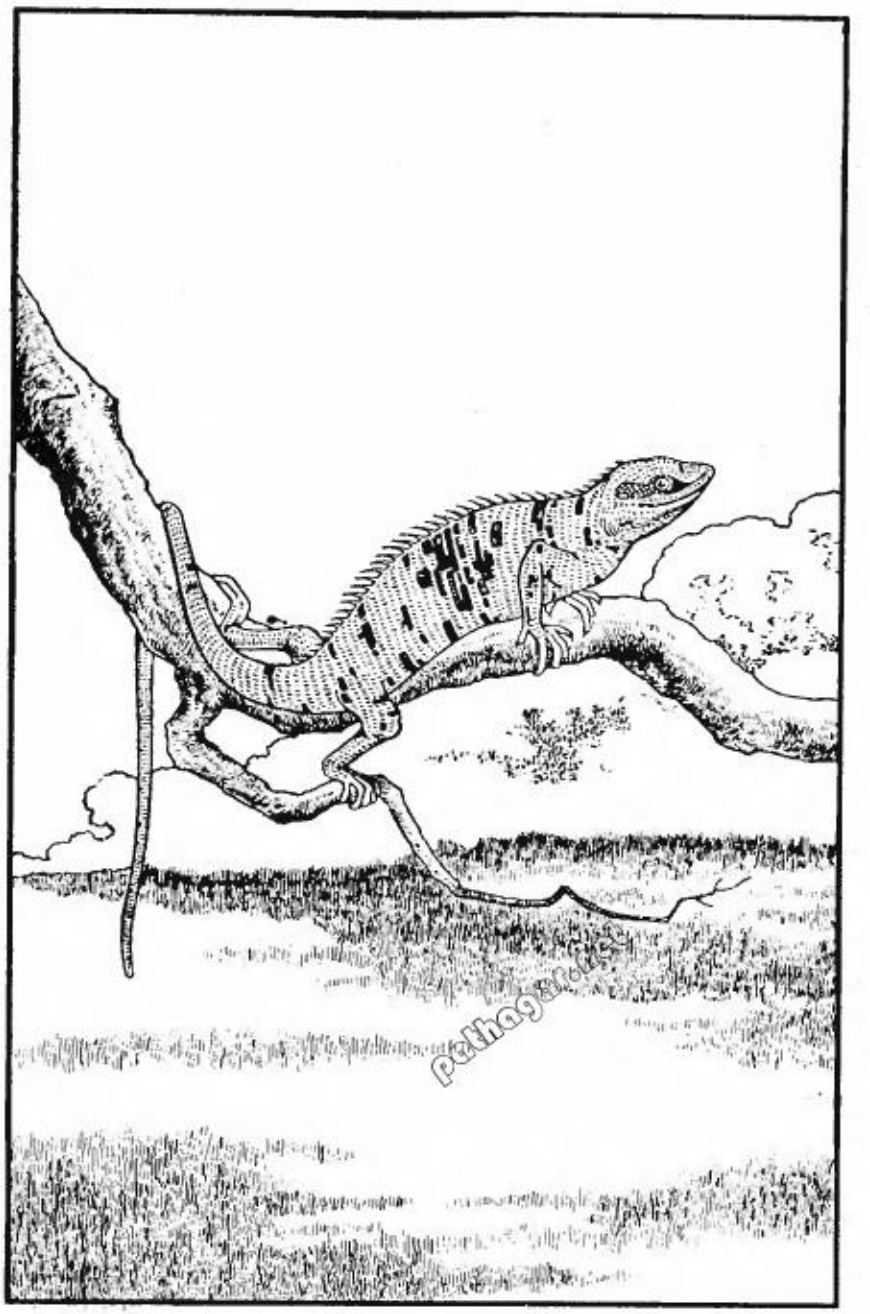

গিরগিটিকে দেখে—

ছাতরা বললেন—

ছ্যাতরা বললেন, 'আরে, ক্যাও ক্যাও! গিরগিটি বন্ধু যে! এত দিন কোথায় ছিলে? খবর কী? কী মনে করে এলে? এখানে এখন থাকবে তো? কী করছিলে এতদিন? শরীর ভালো তো? বেশ মোটাসোটা হয়েছ দেখছি। খেতে কী? বিয়ে করেছ? বউ কেমন হল?'

ছ্যাতরা আর থামেই না দেখে গিরগিটি বললেন, 'সে সব কথা পরে হবে। এখন বড়ো বিপদে পড়ে এসেছি।' গিরগিটি সমস্ত বর্ণনা করলেন।

শুনে ছ্যাতরা বললেন, 'বটে বটে! কবে, কোন্ সময় পিঁপড়েরা উড়বে? ওগো ছেতরি, শুনছো গো, পিঁপড়েরা উড়বে। তা গিরগিটি বন্ধু, তুমি খবরটা দিলে, বন্ধুর মতোই কাজ করেছ। যাও, যাও, তুমি আর ভেবো না ; আমি সব ঠিক করে দেব।'

গিরগিটি দেখলেন, ছ্যাতরা বড়ই বাজে বক্‌বক্ করে, তার কথায় নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। তিনি বিষণ্ণমনে ভিটেয় ফিরে এলেন। কোনো উপায়ই স্থির হল না। সকলেরই অনিশ্চিতের আশঙ্কায় দিন কাটতে লাগল।

এদিকে লাল ও কাটপিঁপড়েদের মধ্যে খুব উৎসাহে কাজ চলেছে। বিয়াল্লিশকর্মা সব পিঁপড়েদের অন্ধকার গর্তে পুরেছেন ও নানারকম জিনিস—ঘাস, পাতা, জড়িবুটি খাওয়াচ্ছেন। চারিদিক

খুব সরগরম। লাল মহারাজ আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব পাখা গজাতে যাননি। তাঁরা সভা করে বসে আছেন।

পণ্ডিত পিঁপড়ে বললেন, 'মহারাজ, ছেলে-ছোকরাদের কথায় ভুলে আপনি কাজটা ভালো করলেন না। শাস্ত্রের কথা, ঋষিদের কথা—অমান্য করাটা উচিত হয়নি। আমি পুঁথি দেখে শত্রু-নিপাতের ভালো উপায় বের করে দিতে পারতাম।'

সভাসদরা বললেন, 'বেশ, পণ্ডিত কী উপায় বাতলান—শোনাই যাক্।' পণ্ডিতের ওপর ভার পড়ল, পুঁথি দেখে উপায় স্থির করে তিনি যেন কাল সকালেই রাজসভায় হাজির হন।

পরদিন সকালে পণ্ডিত এসে সভায় দেখা দিলেন। বললেন, 'মহারাজ, শাস্ত্রে বলে, শত্রু প্রবল হলে শত্রুর যে শত্রু তার আশ্রয় নেবে। আমাদের এখনকার প্রধান শত্রু সুড়ঙ্গের মধ্যে কট্‌কটি ব্যাঙ। ব্যাঙের শত্রু সাপ। তেঁতুলতলায় পুরনো ইঁটের গাদার মধ্যে গড়গড়ি সাপ আছেন। তিনি সব সাপের রাজা। তিনি ইচ্ছে করলেই ব্যাঙকে আস্ত গিলে খেতে পারেন। ব্যাঙ মরলে শত্রু জয় করা সহজ হবে। গড়গড়ি সাপের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই বটে, কিন্তু ওই ভাঙা টালির নীচে এক বিচক্ষণ কাঁকড়াবিছে আছেন। স্নান করতে যাবার পথে রোজই তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা হওয়ায় আলাপ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার বেয়াই সম্পর্ক। তিনি গড়গড়ির পুরনো বন্ধু।

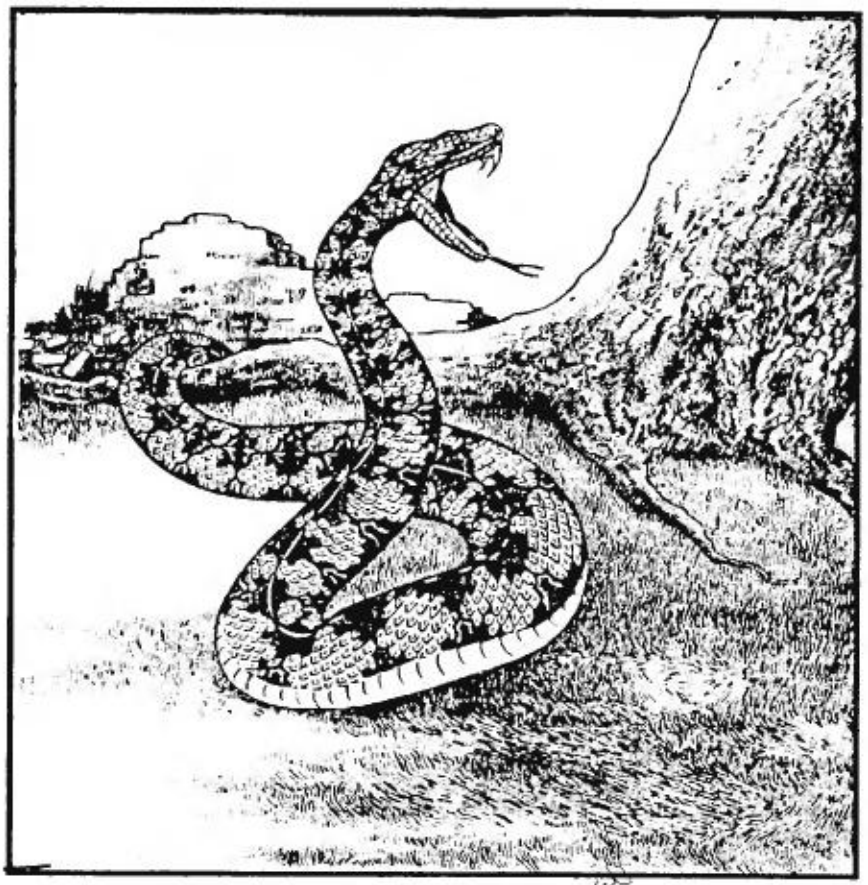

গড়গড়ি সাপ

pathagar.net

তিনি বললে গড়গড়ি তাঁর কথা ঠেলতে পারবেন না। মহারাজ, আপনার অনুমতি হলে আমি তাঁর নিকট যেতে পারি।'

লাল মহারাজ সভাসদদের দিকে ফিরে বললেন, 'কট্‌কটি ব্যাঙ যে সুড়ঙ্গের ভেতর আছেন তা অত্যন্ত সরু ; গড়গড়ি বলতে নেই বেশ মোটাসোটা, তার ভেতর ঢুকতে পারবেন না। তবে যদি

ইঁদুর ডাকিয়ে গর্তের মুখ বড়ো করে নেওয়া যায়, তবে গড়গড়ি ঢুকে ব্যাঙকে ধরতে পারেন।' সভাসদরা বললেন, 'মহারাজের কথা যথার্থ।' লাল মহারাজ বিশকর্মাকে ইঁদুরের সহিত দেখা করতে আদেশ করলেন ও পণ্ডিতকে বললেন, 'তুমি গড়গড়ি মহারাজকে খবর পাঠাও। আমরা ওপর নীচে দু-দিক দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করব।' বিশকর্মা অনেক ঘুরে-ফিরে নেংটি ইঁদুরের গর্তের মুখে এসে উপস্থিত হলেন। ডাকাডাকির পর নেংটি ইঁদুর বেরিয়ে এল।

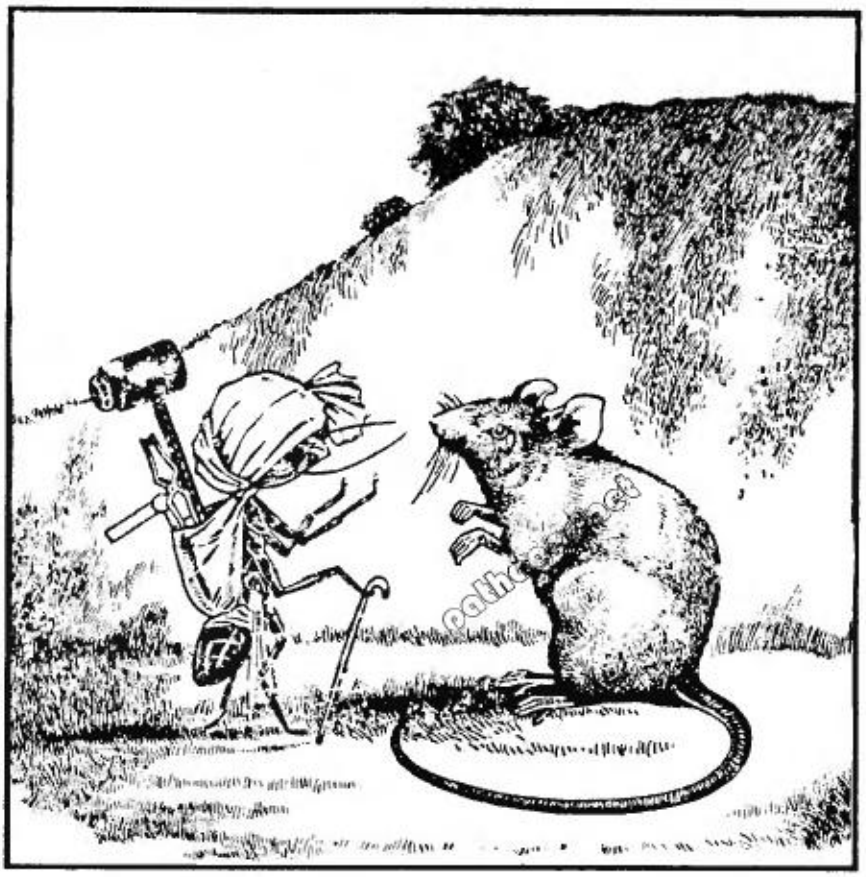

এক বছরের চাল দেব

সব কথা শুনে নেংটি ইঁদুর বললে, 'গর্ত তো আমি কাটতে পারি, কিন্তু আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।'

বিশকর্মা অনেক লোভ দেখালেন, বললেন, 'আমাদের ভাণ্ডার থেকে তোমাকে এক বছরের চাল দেব।' নেংটি বললে, 'আমি গর্ত কাটি, আর পেছু থেকে ব্যাঙ খাবার নাম করে গড়গড়ি এসে আমাকে খেয়ে যান। না বাপু, আমি এসবে নেই। তার ওপর ভিটের পাঁচিলের ফাটালে কালপ্যাঁচা আছেন। তিনি তোমাদের কারুর খাতির রাখবেন না। রাত্তিরে মাটি কাটতে দেখলেই টুপ্ করে আমাকে নিয়ে উধাও হবেন। তুমি আমাকে আর চালের লোভ দেখিও না বাপু।'

ফাটালে কালপ্যাঁচা আছেন

রোদ উঠেছে কিন্তু তখনও কুয়াশা কাটেনি। পণ্ডিত গেলেন কাঁকড়াবিছের কাছে। বিছে ছানাপোনা নিয়ে তখন রোদ পোয়াচ্ছিলেন ; সর্বদাই সশঙ্কিত, পাছে কেউ বাচ্ছাদের অনিষ্ট করে। চিনতে না পেরে পণ্ডিতকে দেখেই তেড়ে গেছেন।

pathagar.net

পণ্ডিতও চিনতে পারেননি, বললেন, 'আরে মোলো, এটা আবার তেড়ে আসে কে?' বিছে বললেন, 'আরে মোলো, আরে মোলো বলে যে!' এই বলে কামড়াতে গিয়ে দেখেন—পণ্ডিত ; বললেন, 'আরে কে ও, বেয়াইমশাই!'

পণ্ডিত বললেন, 'আরে বেয়াই যে!'

দু-জনাই অপ্রস্তুত। বিছে বললেন, 'কী মনে করে অসময়ে আসা হল?'

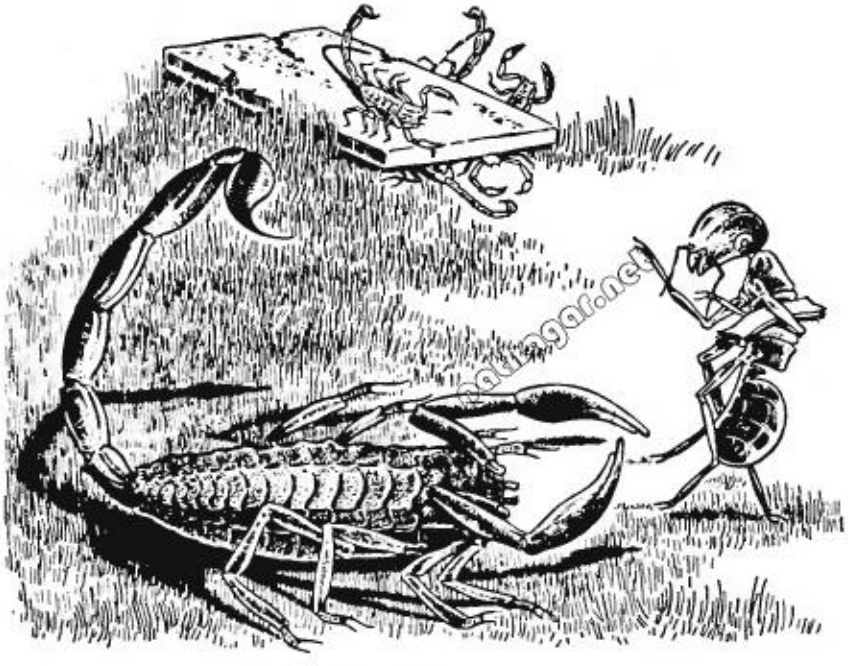

আরে মোলো আরে মোলো বলে যে

পণ্ডিত সব বললেন। কাঁকড়াবিছে বললেন, 'তার আর কী। আমার সঙ্গে এসো, এখনই ব্যবস্থা করে দি।' বাচ্চাদের টালি চাপা দিয়ে কাঁকড়াবিছে পণ্ডিত পিঁপড়েকে নিয়ে ইঁটের গাদার কাছে গড়গড়ির নিকট গেলেন।

গড়গড়ি বললেন, 'নেংটি বোধ হয় গর্ত কাটবে না ; গেল মাসে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; বললাম, পালিও না, আমার প্রজা হও ও নির্ভয়ে আমার রাজত্বে বাস করো—তা সে শুনলে না। এ অঞ্চলে বড়ো একটা কট্‌কটি ব্যাঙ দেখি না। অনেকদিন থেকেই খাবার সাধ আছে। আমি গর্ত বড়ো করার দরকার দেখি না ; গর্তের বাইরে থেকে শিস দেব, আর ব্যাঙ আমার মুখে আপনি আসবে। তোমরা কিছু ভেবো না। আজ পেটটা ভার আছে। আমি কালই সন্ধ্যায় এর ব্যবস্থা করব।'

পণ্ডিত আহ্লাদে দৌড়ে গিয়ে লাল মহারাজকে খবর দিলেন। মহারাজ বললেন, 'ভালোই হল। আমাদের সৈন্যরাও কালই প্রস্তুত হবে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম, তাদের ডানা প্রায় গজিয়ে এসেছে। তারা বিকেলে উপর থেকে আক্রমণ করবে, আর নীচে থেকে গড়গড়ি ব্যাঙকে খাবেন, আমাদের জিত নিশ্চিত।'

রদিন বিকেলে অগুন্তি কাট ও লাল পিঁপড়ে পালক গজিয়ে মাঠে জমায়েত হল। লাল মহারাজ, কেটো মহারাজ, সর্দার ও সেনাপতিরা সব তদারক করতে মহা ব্যস্ত। রাজ্যের পোকামাকড় মাঠ ছেড়ে পালিয়ে দূর থেকে তামাশা দেখতে লাগল। হাঁড়িমুখো পালক গজিয়ে পিঁপড়েদের হুকুম দিয়ে এদিক-ওদিক উড়ে বেড়াতে লাগল। কেটো সর্দারেরা এক এক দলকে এক এক দিকে মোতায়েন করলে। কোন্ দল ব্যাঙকে আক্রমণ করবে, কারা গিরগিটিকে ধরবে, সব পরামর্শ স্থির হয়ে গেল। উচ্চিংড়েদের জন্যে কোনো ভাবনাই নেই। লাল সৈন্য দেখলে তারা নিশ্চয়ই পালাবে। অন্ধকার হবার আগেই ভিটের মধ্যে পড়লে কেউ লুকিয়ে রক্ষা পাবে না। উড়ুক্কু সর্দার হুকুম দিলেন,

pathagar.net
ARKA PRABHA DUTTA GUPTA
Book No. _____
_____
ZICO

ফর্‌র্‌র্ ফর্‌র্‌র্ ফর্‌র্‌র্ আকাশ ছেয়ে
উড়িল পিঁপিড়ি বাতাস বেয়ে,
আকাশ বাহিনী শনন্ শন্
উড়িল ঘেরিয়া কাশের বন,
উড়িল ছাড়িয়া বাঁশের ঝাড়
আঁধার করিয়া ডোবার পাড়,

সভয়ে দেখিল পিপীলি কালো
সহসা আকাশে নিবিল আলো,
হাজারে হাজারে পিঁপিড়ি লাল
নামিয়া আসিছে মরণ-জাল।

ছ্যাতরা অনেকক্ষণ হতে উস্‌খুস্‌ করে আকাশ পানে চেয়ে ভেরেন্ডা গাছের এ-ডাল ও-ডাল করছিল। দূর থেকে পিঁপড়েদের উড়তে দেখে ডেকে উঠল, 'চ্যার্‌-চ্যার্‌, ছ্যাতর্‌-ছ্যাতর্‌, ছেতরি।'

ছেতরি উত্তর দিলে, 'ছ্যার্‌ ছ্যার্‌ ছ্যার্‌, কী কী কী।'

ছ্যাতরা বললে, 'আরে দেখছ কি, ফলার চেগেছে। শ্বশুরবাড়ির সবাইকে খবর দাও, আর যাকে দেখবে সবাইকে নেমন্তন্ন করো। আমি চললুম দাঁড়কাককে বলতে। তার গলার জোর আছে, সব পাখিদের নেমন্তন্ন করবে।'

চ্যার্‌র্‌র্‌র্‌ করে ছ্যাতরা ছেতরি উড়ে গেল। দাঁড়কাক বটগাছের আগডালে ছিলেন, শুনে মহা আনন্দে বললেন, 'আমি এখনি রাজ্যের পাখিদের খাওয়ার নেমন্তন্ন করে দিচ্ছি।'

দাঁড়কাক আকাশে খুব উঁচুতে উঠে ডাক দিলেন,

খাওয়া খাওয়া খাওয়া
বাবা মামা কাকা দাদা, আরে আ আ আ

দাঁড়কাক আকাশে খুব উঁচুতে উঠে ডাক দিলেন

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং
তারিখ
ফোন
আনন্দ ভবন, শিলিগুড়ি

কাগা আ বগা আ, খেয়ে যারে খেয়ে যা,
কাঁচা খা পাকা খা, তাজা তাজা ধরে খা,
করে হাঁ যত চা, খেয়ে যারে নিয়ে যা,
খাওয়া খাওয়া খাওয়া
খা খা খা

বেলা পড়ে এসেছে কিন্তু তখনও শিমুল চূড়োয় লাল আলো ঝিক্‌মিক্ করছে। সমস্ত দিন চরে পাখিরা সব যে যার বাড়ি ফিরছিল, এমন সময় আকাশ কাঁপিয়ে দাঁড়কাকের নেমন্তন্নের ডাক শোনা গেল। তখন—

ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্
পাখ্‌সাট চালে,
এল পাখি
পালে পালে,

পালের গোদা
গোদা চিল,
গোদার সঙ্গে
শঙ্খ চিল

pathagar.net

শঙ্খ চিলের
চেলাটা,
জুটল এসে
ফিঙেটা

ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ পাখ্‌সাট চালে

ফিঙের মামা
কালো কাগা,
কাগার মিতে
সাদা বগা,

এল উড়ে
হাঁড়িচাচা,
দলে দলে
কাদাখোঁচা,

পিঁপড়ে খেতে
চাতকদল,
আসল হেঁকে
ফটিক জল,

টেয়া, শালিক,
ময়না, দোয়েল,
বুলবুল, শ্যামা
আসল কোয়েল,

pathagar.net

বাবুই, টুন্ টুন্
চড়াই পক্ষী,
পায়রা, ঘুঘু,
প্যাঁচা লক্ষ্মী,

এলো পাখি পালে পালে

ময়না, তোতা,
ছ্যাতরা, ছেতরি,
নাচে মোরগ,
তিতির, তিত্‌রি।

দেখতে দেখতে উড়ুক্কু পিঁপড়ের দল নির্মূল হয়ে গেল। কেবল জনকতকের পালক খসে পাটিতে পড়ে প্রাণ রক্ষা হল। ভিটের মধ্যে উচ্চিংড়ে ও পিপীলিদের এতক্ষণ উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। পাখিরা সব পিঁপড়ে খেয়ে ফেললে দেখে তাদের ধড়ে প্রাণ এল। কালো মহারাজ অতিথি অভ্যাগত সকলকে মধু বিতরণ করতে হুকুম দিলেন। ডেয়ে রাজাকে নেমন্তন্ন করতে তখনই দূত পাঠানো হল। উচ্চিংড়ের দল গিরগিটির পিঠে চড়ে বসল। গিরগিটি ও ব্যাঙ আহ্লাদে নাচতে লাগলেন। ব্যাঙ গান ধরলেন,

পিঁপ্‌ড়িয়ারে ভোকর,
চিল্‌হর্‌ মারে ঠোকর্‌,
এক চিল্‌হর্‌ কানা
পিঁপড়িয়াকে নানা

pathagar.net

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, হঠাৎ ভিটের দেওয়ালের ওপর নজর পড়াতে ব্যাঙের গান বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাঙ ভয়ে আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গে গেলেন। গিরগিটিও ভয়ে ব্যাঙের পেছু নিলেন।

সুড়ঙ্গে ঢুকেও ব্যাঙ ভাবতে লাগলেন, 'কোথা যাই, কোথা লুকোই।' পিপীলিরা ও উচ্চিংড়েরা তো প্রথমে কী হল বুঝতেই পারলে না। শেষে ভাঙা দেওয়ালের ওপর দ্যাখে এক বিকটাকার পাখি বসে আছে। এ পাখি কেউ আগে কখনো দেখেনি। বুড়ো উচ্চিংড়ে দাদামহাশয় অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললেন,

থলে-গলা টেকো-মাথা হাড়গিলে নাম,
হাড় খায় মাস খায়, খায় রোঁয়া চাম,
ইঁদুর বাদুড় খায়, খায় কোলা ব্যাঙ,
শুঁয়োপোকা আরশোলা খায় মাছ চ্যাঙ,
যাহা পায় তাহা খায়, না করে বিচার,
গিরগিটি বরবটি সব একাকার,
ঘেঁটুফুল তেলাকুচা গোবরিয়া পোকা,
আস্ত গিলিয়া খায় কচি কচি খোকা।

ARKA PRABHA DUTTA GUPTA
Book No.
ZICO

হাড়গিলের পরিচয় পেয়ে ভয়ে উচ্চিংড়েদের গায়ের শুঁয়ো খাড়া হয়ে উঠল। যে যার কোঠরে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

হাড়গিলে পাখি অনেক দূরে ভেফড়্কা নদীর ওপারে থাকেন। দাঁড়কাকের নেমন্তন্ন পেয়ে আসতে তাঁর দেরি হয়ে গেছে। এসে দেখলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার সব শেষ হয়ে গেছে। এতখানি পথটা শুধুই ফিরে যাবেন তাই ভাবতে ভাবতে ভিটের ভাঙা দেওয়ালের ওপর এসে বসেছেন। হাড়গিলে বসে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন, আর মাঝে-মাঝে পালক ঝাড়া দিতে লাগলেন।

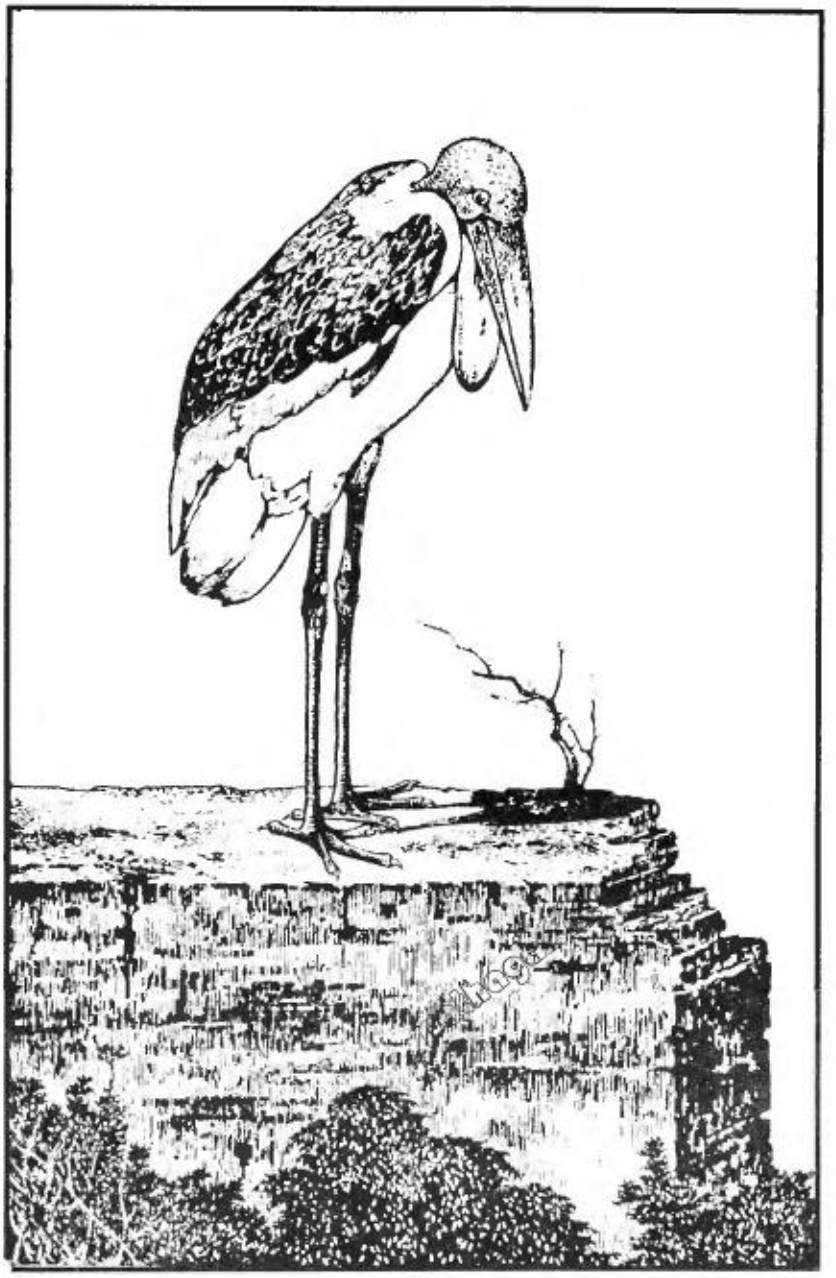

হাড়গিলে

এদিকে অন্ধকার হয়েছে দেখে গর্তের মুখে গড়গড়ি এসে হিশ্ হিশ্ করে আস্তে-আস্তে শিস দিতে লাগলেন। কিন্তু শিস দিলে হবে কি, ব্যাঙ যে সুড়ঙ্গ ছেড়ে কোথায় লুকিয়েছেন তার ঠিকানাই নেই। অনেকক্ষণ শিস দেবার পরও যখন কেউ বেরোল না, তখন গড়গড়ি ব্যাঙের সন্ধানে দেওয়ালের ফাটাল বেয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন। গাড়গিলের ভয়ে ব্যাঙ সুড়ঙ্গ থেকে পালিয়ে এসে নড়ন-চড়ন-শূন্য হয়ে এক ফাটালে লুকিয়ে ছিলেন। এখন সাপকে আসতে দেখে একেবারে ভয়ে কাট হয়ে 'সীত্তারাম সীত্তারাম' জপ করতে লাগলেন। এই বুঝি গড়গড়ি শিস দেয়, তাহলেই তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এমন সময় হাড়গিলে দেখলে দেওয়ালের ওপর নড়ে ওটা কী? ভানা মেলে এক ছোঁ-মেরে হাড়গিলে গড়গড়িকে একেবারে সেই তেফড়্কা নদীর ওপারে নিয়ে গেলেন।

খানিক পরে উচ্চিংড়েরা হাড়গিলে উড়ে গেছে দেখে আস্তে-আস্তে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। কালো পিপীলিরাও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

pathagar.net

এখন সব বিপদ কেটে গেছে। উচ্চিংড়ে রাজা বললেন, 'তোমরা সবাই ফুর্তি কর।'

কিন্তু গিরগিটি কই? ব্যাঙই বা কোথায়? চারিদিকে খোঁজ পড়ে গেল। গিরগিটি সুড়ঙ্গের এককোণে ঘাপটি মেরে

চুপ করে বসে আছেন। গিরগিটিকে তো পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যাঙ কই?

গিরগিটি বললেন, 'ব্যাঙ যে সুড়ঙ্গ থেকে কোথায় পালিয়েছেন, তার ঠিকানা নেই। তখন ব্যাঙ কী করছিলেন দেখবার মতো অবস্থা আমার ছিল না।'

অনেক খোঁজাখুজি করেও ব্যাঙকে মিলল না। তবে কি হাড়গিলে তাকে নিয়ে গেল? সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে এল। দুঃখে সবাই ম্রিয়মাণ। উচ্চিংড়েরা গান ধরলে,

ঝম্ ঝম্ ঝম্
ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুরি
রি রি রি

রাজা আইলন্ রানি আইলন ভুট্টা দেলন্ আগ্‌মে,
শাগ্ পাকাকে রোটি খাইলন্ এক ঝঝ্‌ঝর তাড়ি রে,
রি রি রি

আইগন্ লোটে বাইগন্ লোটে খিরা লোটে বাগ্‌মে
লাল্ পালং পর বেঙবা লোটে লম্বা এসন্ দাড়িরে,
রি রি রি

কাঁহা গেইলই বেঙবা কাঁহা গেইলই হো
এহন্ সুন্নর্ বেঙ কাঁহা পাইবই হো,
ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুরি
রি রি রি

আরে ফুদ্দি চিড়ইয়াঁ বোল্ মোরে কো
লে গইল্ বেঙবা কাঁহা গেইলই হো
রি রি রি
ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুরি
ঝম্ ঝম্ ঝম্

ব্যাঙ এতক্ষণ ফাটালের মধ্যে কাট হয়ে বসে ইষ্টনাম জপ করছিলেন। উচ্চিংড়েদের গান কানে যাওয়ায় তাঁর চমক ভাঙল। দেখলেন, হাড়গিলে নেই, সাপও নেই। উচ্চিংড়েরা তাঁর অভাবে দুঃখ করছে জেনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করলেন। উচ্চিংড়েদের জানান দেবার জন্যে গলা ফুলিয়ে হাঁকলেন,

'কট্ কট্ কট্ কট্ কোঁ
হাম্মে ইধর হোঁ।'

উচ্চিংড়েরা ব্যাঙের আওয়াজ পেয়ে সমস্বরে রি রি করে চিৎকার করে উঠল। গিরগিটি ঠিক্ ঠিক্ করতে লাগলেন, পিপীলিরা আনন্দে শুঁড় নাড়তে নাগল। ব্যাঙ এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এখন আর কোনো উপদ্রব নেই। এবার সকলে সুখশান্তিতে বাস করতে পারবেন। চারিদিকে আনন্দের ধুম পড়ে গেল।

প্রতিহারী এসে বললে, 'রানিমা ও সখীরা ব্যাঙের গান শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন।'

সকলেই গান করবার জন্যে ব্যাঙকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

ব্যাঙ বললেন, 'তোমরা সকলে যোগ দিলে গান করতে পারি।'

ব্যাঙ তাঁর পুরনো কলমি ডাঁটার সারঙ্গ বের করে তারে মোচড় দিয়ে আরম্ভ করলেন,

ও না মাসি ঢং গুরুজি চিতং
মেরা সারংমে বাজিছে ক্যাসা ভালা রং

উচ্চিংড়েরা।—

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ
ইচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্

ব্যাঙ্।—

কোঁ কোঁ কোঁ
মেরা সারংমে বাজিছে নয়া নয়া ঢং

পিপীলিগণ।—

চিঁ চিঁ চিঁ

গিরগিটি।—

ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্

ব্যাঙ।—

শুনো জি শুনো জি নয়া নয়া ঢং
মেরা সারংমে বাজিছে ক্যাসা ভালা রং

মহানন্দে রাত্রি কেটে গেল।

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 746
তারিখ
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

18 SEP 2009